শ্রীশ্রীশিব
পূজা পদ্ধতি
পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য

শ্রীশিব পূজা পদ্ধতি

[শিবপূজার নিয়ম, পার্থিব শিব পূজা, বাণলিঙ্গ শিব পূজা, শিবরাত্রি বিহিত শিব পূজা, ব্রতকথা ও মৃত্যুঞ্জয় শিব পূজা সম্বলিত]

পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।
শ্রীশক্তিপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত।

ঃ প্রকাশক ঃ

১৬৭, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা।

প্রকাশক ঃ
অক্ষয় লাইব্রেরী
৭৯/১এ, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

★ শিব পূজা পদ্ধতি

পুনঃ প্রকাশ ঃ
মাঘ, ১৪২৭ সাল।
ইং, ফেব্রুয়ারী, ২০২১ খ্রীঃ।

মুদ্রক ঃ
ব্রাইট এন্টারপ্রাইজ
কলকাতা-৭০০ ০৬৭

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা।

ভূমিকা

ভগবৎ কৃপায় শ্রীশ্রীশিবপূজা পদ্ধতি প্রকাশিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে শিবপূজা পদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে পূজাপদ্ধতি এতই সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, পূজকগণের অত্যন্ত অসুবিধা দেখা দেয়। তজ্জন্য যাহাতে গ্রন্থখানির সাহায্যে পূজকগণের কার্য্যে বসিয়া কোনরূপ অসুবিধা দেখা না দেয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই গ্রন্থখানি প্রস্তুত করা হইল। শুধু তাহাই নহে, যতদূর সম্ভব বরাতবিহীন করিয়া প্রয়োজনীয় মুদ্রাগুলিও স্থানানুযায়ী চিত্রসহ লিপিবদ্ধ করা হইল। পূজকগণের জ্ঞাতার্থে পূজার নিয়মগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইল। শিবপূজা সম্পর্কে শাস্ত্রের প্রমাণ এবং-তাহার বঙ্গানুবাদও দেওয়া হইয়াছে। সংস্কৃতে শিবরাত্রি ব্রতকথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আবার সাধারণের যাহাতে বোধগম্য হয়, অর্থাৎ ব্রতীগণ বুঝিতে পারেন তজ্জন্য তাহার বঙ্গানুবাদও লিপিবদ্ধ করিলাম। পুস্তকখানির গুণাগুণ বিচারের ভার শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণের উপর দিয়া বক্তব্য শেষ করিলাম।

এখানে গ্রন্থখানির দ্বারা যদি একজন ব্রাহ্মণেরও উপকার হয়, তাহা হইলে স্বীয় শ্রম সার্থক মনে করিব।

ইতি

সংকলক

ঃ ফৰ্দ্দমালা ঃ

সিদ্ধি ১ প্যাঃ, তিন ১ প্যাঃ, হরিতকী ১টি, পঞ্চরত্ন ১ প্যাঃ, পঞ্চগুঁড়ি ১ প্যাঃ, পঞ্চশস্য ১ প্যাঃ, তীরকাঠি ৪টি, সাদাসূতা ১টি, ঘটের গামছা ১টি, ঘটের চাঁদমালা ১টি, আসনাঙ্গুরীয় ১টি, তেকাঠা ১টি, দর্পণ ১টি, চিরুনি ১টি, পৈতা ১টি, ঘি ১ শিশি (১০০ গ্রাঃ) মধু ১ শিশি, ধূপ ১ প্যাঃ, ধূনা, তুলা, কর্পূর, হোমের জন্য—বালি, বেলকাঠ, খড়কে, সমিধ, হোমের কাপড়, বেলপাতা ২৮টি, শিবের ধুতি ১টি, নন্দীর ধুতি ১টি, ভৃঙ্গির ধুতি ১টি মা দুর্গার শাড়ী ১টি, মধুপর্কের বাটি ১টি, পিতলের থালা ১টি, পিতলের গ্লাস ১টি, মোমবাতি ১টি।

মাটির দ্রব্য ঃ—প্রধান ঘট ১টি, দ্বারঘট ২টি, মাটির কল্সে ১টি, কুণ্ডুহাঁড়ি ১টি, প্রদীপ ও পিলসুজ।

দুধ, দই, চিনি, ফুলমালা, বেলপাতার মালা, আকন্দের মালা, ধুতুরাফুল ও বিভিন্ন ফল।

নৈবেদ্য—৮টি, কুঁচা নৈবেদ্য—১টি। যথাসাধ্য পুরোহিত দক্ষিণা—

শিবপূজা—চারি প্রহরে চারিবার পূজা করিতে হয়।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

শিবপূজার নিয়ম

শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য সকলেরই প্রথমে শিবলিঙ্গ পূজা করিতে হয়। শিবপূজা না করিয়া অন্য পূজা করা নিষিদ্ধ। প্রমাণ—

"শাক্তো বা বৈষ্ণবো, বাপি শৈবো বা পরমেশ্বরি।
আদৌ লিঙ্গ প্রপূজ্যাথ বিল্বপত্রৈর্বরার্চনে॥
পশ্চাদন্যং মহেশানি শিবং প্রার্থ্য প্রপূজয়েৎ।
অন্যথা মূত্রবৎ সর্বং শিবপূজাং বিনা প্রিয়ে॥"

—শিবার্চন তন্ত্রম্।

সদাশিব বলিলেন—হে মহেশ্বরি! হে প্রিয়ে! শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য, সৌরী সকলেই সর্বাগ্রে শিবপূজা করিবে বিল্বপত্রাদি দ্বারা। তাহার পর অন্যান্য পূজাদি করিবে। অন্যথা তাহার সব পূজা মূত্রবৎ হইয়া থাকে।

বাণলিঙ্গ, স্ফটিকলিঙ্গ, পাষাণলিঙ্গ প্রভৃতি যাঁহার যেরূপ শিবলিঙ্গ আছে। তিনি তাহাতেই পূজা করিবেন।

পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজাবিধি

পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্মাণ করিয়া তাহাতে শিবপূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। পার্থিব শিবকে বিল্বপত্রের উপর স্থাপন করিবেন। ফলশূন্য বিল্ববৃক্ষের পত্র দ্বারা পূজা করিতে নাই। বিল্বপত্র ধৌত করিবার সময় যাহাতে বৃন্ত (বোঁটা) ধৌত না হয় তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন।

যাঁহারা বিষ্ণুক্রান্তে (বিন্ধ্য পর্বতের পূর্ব চট্টগ্রাম পর্যন্ত দেশসমূহে) বাস করিতেছেন, তাঁহারা বিল্বপত্রের বৃন্তচ্ছেদ করিয়া

শিব বা অন্য দেবদেবীর পূজা করিবেন না। স্ত্রী ও শূদ্র সকলেরই শিবপূজায় অধিকার আছে। বকুল, মালতি, যুথী (যুঁই), কুন্দ, শেফালিকা ও জবাপুষ্প দ্বারা শিবপূজা নিষিদ্ধ।

কেহ কেহ শিবপূজায় গর্ভশূন্য দূর্বা দেন। কিন্তু ইহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। কারণ তাহার প্রমাণস্বরূপ বলা হইয়াছে—"গৃহীণাং সগর্ভৈব দূর্বা দেয়াঃ।" আবার শাক্তানন্দতরঙ্গিনীতে শিববিষয়ে বলা হইয়াছে—"গৃহিণা সগর্ভৈব দূর্বা দেয়া।" যথা—"অন্তঃ শূন্যাং ত্রিপত্রাঞ্চ যো দদ্যান্মচ্ছিরোপরি। জন্মন্যত্র দরিদ্রাং স্যা চ নরকং ব্রজেৎ।।"

অর্থাৎ গর্ভশূন্য ত্রিপদ দূর্বা যে আমার মস্তকে দেয় তাহার সারাজীবন দারিদ্র্য এবং মৃত্যুর পর নরক প্রাপ্তি হইবে।

পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্মাণ—ব্রাহ্মণ শুক্ল (শ্বেতবর্ণ), ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য হরিদ্রাবর্ণ, শূদ্রবর্ণ মৃত্তিকা লইবেন। (অভাবে তৎ তৎ বর্ণ মিশাইয়া লইবেন।) একতোলা বা দুইতোলা পরিমাণ মৃত্তিকা দ্বারা শিবলিঙ্গ গঠন করিতে হইবে। মৃত্তিকা গ্রহণ কালে—"ওঁ হরায় নমঃ।" মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন। "ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ।" মন্ত্রে লিঙ্গ গঠন করিবেন। মৃত্তিকা তিনভাগ করিয়া উপরিভাগে লিঙ্গ, মধ্যভাগে গৌরী-পীঠ এবং শেষভাগ দ্বারা বেদী নির্মাণ করিবেন। উপরের দণ্ডায়ভাগ লিঙ্গ, মধ্যভাগ গৌরী-পীঠ, অধোভাগ বেদী।

শিবলিঙ্গ—শিবলিঙ্গ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং বিতস্তি পরিমাণ অপেক্ষা বৃহৎ হইবে না। হস্তদ্বয় দ্বারা শিবলিঙ্গ গঠন করিতে না পারিলে উভয় হস্ত দ্বারা লিঙ্গ গঠন করিবেন। এইরূপে লিঙ্গ গঠনপূর্বক লিঙ্গোপরি একটি বজ্র (অর্থাৎ গুলি) দিবেন।

যদি অন্য কেহ লিঙ্গ গঠন করেন, তবে পূজক শিবলিঙ্গ স্পর্শে "ওঁ হরায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন।

লিঙ্গ নির্মাণপূর্বক পূজক হস্ত-পাদাদি প্রক্ষালনপূর্বক কুশাসন, কম্বলাসন বা মৃগচর্মাসনে উত্তরাস্যে বসিয়া পূজা করিবেন। ইচ্ছামত যে কোন আসনে বা মৃত্তিকায় বসিয়া পূজা নিষিদ্ধ। আসন দুই হস্তের অধিক লম্বা, দেড় হস্তের অধিক প্রশস্ত এবং

তিন অঙ্গুলির অধিক উচ্চ হইবে না। শিবপূজায় কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ প্রশস্ত।

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য অথবা প্রস্তর পাত্রে কিংবা পদ্মপত্রে, পলাশপত্রে অথবা কদলীপত্রে শিবলঙ্গি স্থাপন করিয়া অর্চনা করিবেন। তৈজসপাত্র বা কাষ্ঠনির্মিত পাত্রে স্থাপন করিয়া পূজা করিতে নাই।

পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজাপদ্ধতি

কৃতনিত্যক্রিয় পূজক শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্বক তাম্রাদি পাত্রে বিল্বপত্রের উপর শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া আচমন করিবেন।

আচমন—"গো কর্ণাকৃতি হস্তেন মাষমগ্ন জলং পিবেৎ।" অর্থাৎ দক্ষিণ হস্ত গোকর্ণাকৃতি করিয়া, বামহস্তে কুশীদ্বারা একটি মাষকলাই ডুবিতে পারে এইরূপ জল লইয়া—"ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।" তিনবার বলিয়া তিনবার পান করিবেন।

স্ত্রী, শূদ্র ও অনুপনীত ব্রাহ্মণ কুমার "ওঁ বিষ্ণুঃ" স্থলে "নমো বিষ্ণু" বলিবে। এবং সর্বদা তাহারা "ওঁ" স্থলে "নমঃ" বলিবে।

বিষ্ণুস্মরণ—"ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।"

"ওঁ অপবিত্র পবিত্রোবা সর্বাবস্থাং গতোহপিবা যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষঃ সবাহ্যাভ্যন্তর শুচিঃ।। ওঁ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি। স্মরন্তি সাধবঃ সর্বে সর্বকার্য্যেষু মাধবঃ।। নমঃ শ্রীমাধবঃ, নমঃ শ্রীমাধবঃ, নমঃ শ্রীমাধবঃ। ওঁ সর্বমঙ্গলে মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্মাণি কারয়েৎ।। ওঁ শঙ্খচক্র ধরং বিষ্ণুং দ্বিভুজং পীতবাসনম্। প্রারম্ভে কর্মণাং বিপ্রঃ পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধরিম্।।" অতঃপর সূর্য্যার্ঘ্য দিবেন।

সূর্য্যার্ঘ্য—(সাম) কুশীতে রক্তচন্দনসহ জবা অথবা রক্তবর্ণ পুষ্প, জল, ত্রিপত্রযুক্ত দূর্বা এবং আতপ তণ্ডুল লইয়া, দুই

হস্তে ধরিয়া—"ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্‌ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে।। ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।।"

যজুর্বেদীয়—উপরোক্তভাবে কুশীতে অর্ঘ্য সাজাইয়া, দুই হস্তে ধরিয়া—"ওঁ এহিসূর্য্যঃ সহস্রাংশো তেজরাশে জগৎপতে। অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকরম্।। এষোঽর্ঘ্য ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।"

সূর্য্যপ্রণাম—"ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।।" অতঃপর স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন—"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক শ্রীশ্রীশিবপূজা কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্।।"

"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক শ্রীশ্রীশিবপূজা কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।"

"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক শ্রীশ্রীশিবপূজা কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্।।" অতঃপর ঘন্টাধ্বনি সহকারে কুশীর আতপ তণ্ডুল তাম্রটাটে বিকিরণ করিতে করিতে স্ব স্ববেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবেন।

স্বস্তিসূক্ত (সাম)—"ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বার ভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্।। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।।"

যজুর্বেদীয়—"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।।

ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিগুঁ হবামহে, ওঁ প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিগুঁ হবামহে, ওঁ নিধীনাং ত্বা নিধিপতিগুঁ হবামহে, বসো মম। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।"

ঋগ্বেদীয়—"ওঁ স্বস্তি নো মিমীতমশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দদাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা।। ওঁ স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রুবামহৈ, সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্বগণং স্বস্তয়ে, স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ।। ওঁ বিশ্বে দেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে, বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অবন্ত্বভবঃ স্বস্তয়ে, স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বং হসঃ।। ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণা, স্বস্তি পথ্যে রেবতি। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ, স্বস্তি নো অদিতে কৃধি।। ওঁ স্বস্তি পন্থামনুচরেম, সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দদতাঘ্নতাং জানতা সংগমেমহি। ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং, মহদ্ভূতং বায়সং দেবতানাং। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু বৃহদ্‌যশো নাবমিবারুহেম।। ওঁ অংহো মুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ, স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যম্। প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে, স্বস্তি সম্বাধেষ্বভয়ং নো অস্তু।। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।" অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প বিধি—"সঙ্কল্পেন বিনা রাজন্ যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ। ফলঞ্চাপ্যাল্পকং তস্য ধর্মস্যার্দ্ধক্ষয়ো ভবেৎ।।"

অর্থাৎ সঙ্কল্প না করিয়া মানুষ যে কোন কার্য্য করে, তাহার পূর্ণ ফলভাগী হয় না, এবং ধর্মের অর্ধেক ভাগ ক্ষয় হয়। তবে কেহ নিত্য শিবপূজা করিলে তাহাতে স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্পের প্রয়োজন হয় না।

সঙ্কল্প—কুশীতে জল, কুশত্রিপত্র, তিল, আতপ তণ্ডুল, হরিতকী ও পুষ্প লইয়া বাম হস্তের তালুতে দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক উত্তরাস্যে সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎদদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ, দাসঃ, দাসী বা) শ্রীশ্রীশিবপ্রীতিকামঃ (স্ত্রীলোকপক্ষে—কামাঃ) গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক শ্রীশ্রীশিবপূজন কর্মাহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।"

(যজমানের পূজা করিতে হইলে যদি যজমান ব্রাহ্মণ হন, তবে 'অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ', ব্রাহ্মণ স্ত্রী হইলে—

'দেব্যাঃ', শূদ্র হইলে 'দাসস্য', স্ত্রীলোক হইলে 'দাস্যা' বলিলেন।) অতঃপর সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন।

সঙ্কল্পসূক্ত (সাম)—"ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্ব মাদিদ্বো দেব ওহতে। ওঁ সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্তু।।"

যজুর্বেদীয়—"ওঁ যজ্জাগতো দূরমুদৈতি দৈবং, তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং, তন্মে মনঃ শিব-সঙ্কল্পমস্তু।।"

ঋগ্বেদীয়—"ওঁ যা গুংগূর্য্যা সিনীবালী, যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রানীমহ্ উতয়ে বরুণানীওঁ স্বস্তয়ে।।" অতঃপর গন্ধাদির অর্চনা করিবেন।

গন্ধাদির অর্চনা—"বং" মন্ত্রে পূজা সমস্ত দ্রব্য কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে পুষ্পটি তাম্রটাটে দিবেন। "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে তাম্রটাটে দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানেভ্যোঃ পূজনীয় দেবতাভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে তাম্রটাটে দিবেন। অতঃপর আসনশুদ্ধি করিবেন।

আসনশুদ্ধি—স্বীয় দক্ষিণে আসনের একদিকে একটি নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।" মন্ত্রে একটি সচন্দন পুষ্প আসনের উপরে দিয়া, আসন ধরিয়া পাঠ করিবেন—"আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্।।" অতঃপর গুরুপংক্তি প্রণাম করিবেন।

গুরুপংক্তি প্রণাম—"বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠীগুরুভ্যো নমঃ।" দক্ষিণে—"ওঁ গণেশায় নমঃ।" উর্দ্ধে— "ওঁ শিবায় নমঃ।" অতঃপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

সামান্যার্ঘ্য স্থাপন—সম্মুখের ভূমিতে জলদ্বারা একটি নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া তদুপরি পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কূর্মায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।" অতঃপর "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে কোশা প্রক্ষালন করিয়া উক্ত মণ্ডলোপরি স্থাপন করিয়া "নমঃ" মন্ত্রে কোশা জলপূর্ণ করিয়া কোশার অগ্রভাগে বিল্বপত্র, ত্রিপত্র দূর্বা, গন্ধ, পুষ্প ও আতপ তণ্ডুলদ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া, অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা কোশার জলে তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।" অতঃপর—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জলায় নমঃ।" মন্ত্রে কোশার জলে গন্ধপুষ্প দিয়া জলে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন করতঃ জলের উপর ব্রাহ্মণগণ "ওঁ" মন্ত্র, স্ত্রীলোক বা শূদ্র "নমঃ" মন্ত্র দশবার বা আটবার জপ করিয়া, সেই জল কিঞ্চিৎ লইয়া স্বীয় দেহে ও পূজাদ্রব্যে ছিটাইয়া দিবেন। অতঃপর বিঘ্নাপসারণ করিবেন।

অঙ্কুশমুদ্রা

ধেনুমুদ্রা

মৎস্যমুদ্রা

অবগুণ্ঠনমুদ্রা

বিঘ্নাপসারণ—"ওঁ নমঃ শিবায়ঃ।" মন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্যবিঘ্ন। "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে উর্দ্ধে করতালি দিয়া অন্তরীক্ষের বিঘ্ন এবং বামপদের গোড়ালী দ্বারা ভূমিতে তিনবার আঘাত করিয়া ভৌমবিঘ্ন অপসারণ করিবেন। অতঃপর মাষভক্তবলি দিবেন।

মাষভক্তবলি—সম্মুখে বিল্বপত্রে বা কদলীপত্রে আতপ তণ্ডুল, মাষকলাই ও দধি রাখিয়া ভূতাদির আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ ভূতাদয় ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত,ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুদ্ধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত ।।" "এষ গন্ধঃ ভূতাদিভ্যো নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্র পাঠান্তে গন্ধপুষ্পাদি দিয়া মাষভক্তবলি উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বং এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণপূর্ব্বক, "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" মন্ত্রে উহাতে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে জলে পুষ্প দিয়া, "এতৎ সম্প্রদানেভ্যো ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।।" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া, করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্তো বলিরেষ প্রসাধিতাঃ।। পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বলিভিস্তর্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাদ্ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্।।" অনন্তর একগণ্ডুষ জলগ্রহণ করিয়া—"ওঁ ভূতাদয় ক্ষমধ্বম্।" মন্ত্রে জলগণ্ডুষ ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ শ্বেতসর্ষপ অভাবে আতপচাউল লইয়া—"ফট্" মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্র পাঠান্তে চতুর্দিকে বিকিরণ করিবেন। যথা—"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতা। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া।।"

অতঃপর পুষ্পশুদ্ধি করিবেন।

পুষ্পশুদ্ধি—পুষ্পে চন্দন ছিটাইয়া, পুষ্পে পূজনীয় দেবতার আবির্ভাব চিন্তাকরতঃ নারাচমুদ্রাযোগে পুষ্প স্পর্শ করিয়া পুষ্প শুদ্ধ করিবেন। যথা—"ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা।।" অতঃপর দ্বারপূজা করিবেন।

দ্বারপূজা—"ফট্" মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা দ্বারদেশ অভ্যুক্ষণ করতঃ—"ওঁ দ্বারদেবতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুদ্ধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত ।।" এইরূপে আবাহনপূর্ব্বক—"এষ গন্ধঃ ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ।।" অতঃপর করশুদ্ধি করিবেন।

করশুদ্ধি—"ফট্" মন্ত্রে একটি সচন্দন পুষ্প দুই হাতে পেষণপূর্বক আঘ্রাণ করতঃ ঈশান কোণে নিক্ষেপ করিবেন। অতঃপর গণেশাদি পঞ্চদেবতার পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

নারাচমুদ্রা

গণেশাদির পূজা ঃ ধ্যান—"ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্, প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোল গণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাত বিদারিতারি রুধিরৈঃ সিন্দূর শোভাকরং। বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্।" ধ্যানান্তে—"এষ গন্ধঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতৎ পানার্থোদকম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।" এইরূপে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—"ওঁ দেবেন্দ্রমৌলিমন্দার মকরন্দ কণারুণাঃ। বিঘ্নং হরন্তং হেরম্বং চরণাম্বুজ রেণব।।" অতঃপর গুরুর পূজা করিবেন।

গুরুর পূজা—"এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীগুরুবে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ শ্রীগুরুবে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ শ্রীগুরুবে নমঃ। এতৎ পানার্থোদকম্ ওঁ শ্রীগুরুবে নমঃ।" এইরূপে পূজান্তে প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—"ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। অজ্ঞানাৎ তিমিরান্ধস্য

জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।" অতঃপর সূর্য্যের পূজা করিবেন।

ধ্যান—"ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈক সিন্ধুং, ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ, মাণিক্য-মৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্।।" ধ্যানান্তে—"এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ইদং পানার্থোদকম্ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।" এইরূপে পূজান্তে প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—"ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্বপাপোঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।।" অতঃপর বিষ্ণুর ধ্যানান্তে পূজা করিবেন।

ধ্যান—"ওঁ ধ্যেয় সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণ সরসিজাসন সন্নিবিষ্ট, কেয়ূরবান্ কণককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী। হিরণ্ময় বপূর্ধৃতঃ শঙ্খচক্রঃ।। ধ্যানান্তে—"এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রম্ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা। এষ ধূপঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। ইদং পানার্থোদকং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" এইরূপে পূজান্তে প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—"ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।" অতঃপর শিবের ধ্যানান্তে পূজা করিবেন।

ধ্যান—"ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং। রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈঃ ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং। বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।।" ধ্যানান্তে—"এষ গন্ধঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। ইদং পানার্থোদকম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।" এইরূপে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—"ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বরঃ।।" অতঃপর জয়দুর্গার ধ্যানান্তে পূজা করিবেন।

ধ্যান—"ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুল ভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখা, শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্। সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসাপূরয়ন্তীং, ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশ পরিবৃতাম্ সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ।।" এইরূপে ধ্যানান্তে—"এষ গন্ধঃ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। ইদং পানার্থোদকম্ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।" এইরূপে পূজান্তে প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—"ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।"

অতঃপর গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।।" অতঃপর ভূতশুদ্ধি করিবেন।

ভূতশুদ্ধি (সংক্ষেপ)—"রং" মন্ত্রে আপনার চতুর্দিকে জলধারা দিয়া নিজেকে বহ্নি-প্রাচীর বেষ্টিত চিন্তা করিয়া, নাসাদ্বয় টিপিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র চতুষ্টয় পাঠপূর্বক দেবতাকে ভাবনা করিলেই সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি হয়।

"ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা।।১।।"

"ওঁ যং লিঙ্গ শরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা।।২।।"

"ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা।। ৩।।"

"ওঁ পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হংসঃ সোঽহং স্বাহা।।৪।।" অতঃপর প্রাণায়াম করিবেন।

প্রাণায়াম—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণনাসাপুট রুদ্ধ করিয়া "ওঁ" মন্ত্র ১৬ বার জপ করিতে করিতে বামনাসাপুট দ্বারা বায়ুপূরণ করিয়া, কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বারা বামনাসাপুট ধারণ করিয়া "ওঁ" মন্ত্র ৬৪ বার জপ করিতে করিতে বায়ুরোধ করিয়া কুম্ভক করিবেন। তৎপরে দক্ষিণনাসা হইতে অঙ্গুষ্ঠ তুলিয়া "ওঁ" মন্ত্র ৩২ বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা বায়ু ত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবেন। পুনরায় বিপরীতক্রমে বামনাসা রুদ্ধ করিয়া "ওঁ" মন্ত্র ১৬ বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসায় বায়ুপূরণ করিবেন। উভয় নাসা রুদ্ধ করিয়া "ওঁ" ৬৪ বার জপ করিতে করিতে শ্বাসরুদ্ধ অর্থাৎ কুম্ভক করিবেন। পুনঃ "ওঁ" ৩২ বার জপ করিতে করিতে বামনাসায় শ্বাসত্যাগ বা রেচক করিবেন। পুনরায় দক্ষিণনাসাপুটদ্বারা "ওঁ" মন্ত্র ১৬ বার জপ করিতে করিতে বামনাসায় বায়ুপূরণ, উভয় নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া "ওঁ" মন্ত্র ৬৪ বার জপ করিতে করিতে শ্বাসরুদ্ধ অর্থাৎ কুম্ভক করিবেন। ইহার পর বামনাসা রোধ করিয়া "ওঁ" মন্ত্র ৩২ বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাসত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবেন। এইরূপ তিনবার করিলে একবার প্রাণায়াম হয়। অসামর্থ্যপক্ষে একবার করিলেও সিদ্ধ হয়। ১৬ সংখ্যার স্থলে ৮ বার বা ৪ বার, ৬৪ সংখ্যার স্থলে ৩২ বা ১৬ বার এবং ৩২ সংখ্যার স্থলে ১৬ বার বা ৮ বার করিবেন।

অতঃপর ন্যাসাদিক্রিয়া করিবেন।

মাতৃকান্যাস—(ধ্যান) "অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।"

"শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ওঁ হলভ্যো বীজেভ্যো নমঃ, পাদয়োঃ ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ, সর্বাঙ্গে ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।।"

করন্যাস—"ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং

বৌষট্। ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্।।"

অঙ্গন্যাস—"ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং। ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্।।"

অন্তর্মাতৃকান্যাস—(ধ্যান) "ওঁ আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয়সরসিজে তালুমূলে ললাটে। দ্বৈপত্রে ষোড়শারে দ্বাদশদশদলে দ্বাদশার্দ্ধে চতুষ্কে।। বাসান্তে বামমধ্যে ড-ফ-ক-ঠ সহিতে কণ্ঠদেশে স্বরাণাং। হং ক্ষং তত্ত্বার্থযুক্তং সকলদলগতং বর্ণরূপংনমামি।।"

"ওঁ অং নমঃ, আং নমঃ, ইং নমঃ, ঈং নমঃ, উং নমঃ, ঊং নমঃ, ঋং নমঃ, ৠং নমঃ, ঌং নমঃ, ৡং নমঃ, এং নমঃ, ঐং নমঃ, ওং নমঃ, ঔং নমঃ, অং নমঃ, অঃ নমঃ (কণ্ঠে)। "ওঁ কং নমঃ, খং নমঃ, গং নমঃ, ঘং নমঃ, ঙং নমঃ, চং নমঃ, ছং নমঃ, জং নমঃ, ঝং নমঃ, ঞং নমঃ, টং নমঃ, ঠং নমঃ (ইতি হৃদয়ে)। ওঁ ডং নমঃ, ঢং নমঃ, ণং নমঃ, তং নমঃ, থং নমঃ, দং নমঃ, ধং নমঃ, নং নমঃ, পং নমঃ, ফং নমঃ (ইতি নাভৌ)। ওঁ বং নমঃ, ভং নমঃ, মং নমঃ, যং নমঃ, রং নমঃ, লং নমঃ (ইতি লিঙ্গমূলে)। ওঁ বং নমঃ, শং নমঃ, ষং নমঃ, সং নমঃ (ইতি মূলাধারে)। ওঁ হং নমঃ, ওঁ ক্ষং নমঃ (ইতি ভ্রূমধ্যে)।"

বাহ্যমাতৃকান্যাস— (ধ্যান) "ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্ত মুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষস্থলাম্। ভাস্বন্ মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্।। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রাণাং। বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে।।"

ললাটে— অং নমঃ। মুখবৃত্তে—আং নমঃ। দক্ষিণ চক্ষু— ইং নমঃ। বামচক্ষু— ঈং নমঃ। দক্ষিণকর্ণে— উং নমঃ। বামকর্ণে— ঊং নমঃ। দক্ষিণনাসাপুটে—ঋং নমঃ। বামনাসাপুটে—ৠং নমঃ। দক্ষিণগণ্ডে— ঌং নমঃ। বামগণ্ডে—ৡং নমঃ। ওষ্ঠে— এং নমঃ। অধরে—ঐং নমঃ। উর্দ্ধদন্তপংক্তৌ—ওং নমঃ। অধোদন্তপংক্তৌ—ঔং নমঃ। হৃদয়ে—অং নমঃ। মুখবিবরে—অঃ নমঃ। দক্ষিণবাহুমূলে—কং নমঃ। কূর্পরে— খং নমঃ। মণিবন্ধে— গং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ঘং নমঃ।

অঙ্গুল্যগ্রে—ঙং নমঃ। বামবাহুমূলে—চং নমঃ। কূর্পরে—ছং নমঃ। মণিবন্ধে—জং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ঝং নমঃ। অঙ্গুল্যগ্রে—ঞং নমঃ। দক্ষিণপাদমূলে—টং নমঃ, ঠং নমঃ, ডং নমঃ, ঢং নমঃ, ণং নমঃ। জানুনি—তং নমঃ, থং নমঃ, দং নমঃ, ধং নমঃ, নং নমঃ। গুল্ফে—ওঁ পং নমঃ, ফং নমঃ, বং নমঃ, ভং নমঃ, মং নমঃ। অঙ্গুলিমূলে—ওঁ যং নমঃ, রং নমঃ। পাদাঙ্গুল্যগ্রে—ওঁ রং নমঃ, ওঁ লং নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—লং নমঃ। বামপার্শ্বে—বং নমঃ। পৃষ্ঠে—বং নমঃ। নাভৌ—ভং নমঃ। জঠরে—মং নমঃ। হৃদয়ে—যং ত্বগাত্মনে নমঃ। দক্ষিণস্কন্ধে—রং অসৃগাত্মনে নমঃ। ককুদি—লং মাংসাত্মনে নমঃ। বামস্কন্ধে—বং মেদাত্মনে নমঃ। হৃদয়াদি দক্ষিণবাহু—শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ। হৃদয়াদি বামবাহু পর্য্যন্ত—যং মজ্জাত্মনে নমঃ। হৃদয়াদি বামবাহু—রং নমঃ। হৃদয়াদি দক্ষিণপাদে— লং অস্থ্যাত্মনে নমঃ। হৃদয়াদি বামবাহু—বং নমঃ শুক্রাত্মনে নমঃ। হৃদয়াদি দক্ষিণপাদ—শং শুক্রাত্মনে নমঃ। হৃদাদি বামপাদ—ষং প্রাণাত্মনে নমঃ। হৃদাদি উদরে—সং— জীবাত্মনে নমঃ। হৃদাদি মুখে— লং জীবাত্মনে নমঃ। হৃদাদি সর্বদেহে—ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ।'' অতঃপর সংহার মাতৃকান্যাস করিবেন।

সংহার মাতৃকান্যাস—(ধ্যান) ''ওঁ অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং, বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্। অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং, বর্ণেশ্বরীং প্রণমতস্তনভার নম্রাম্।।'' ক্ষং নমঃ (হৃদয়াদি মুখে), লং নমঃ (হৃদয়াদি জঠরে), হং নমঃ (হৃদয়াদি বামপাদাগ্রে), সং নমঃ (হৃদয়াদি দক্ষিণপাদাগ্রে), ষং নমঃ (হৃদয়াদি বামকরাগ্রে), শং নমঃ (হৃদয়াদি দক্ষিণ করাগ্রে), বং নমঃ (বামস্কন্ধে), লং নমঃ (ককুদি), রং নমঃ (দক্ষিণস্কন্ধে), যং নমঃ (হৃদি), মং নমঃ (উদরে), ভং নমঃ (নাভৌ), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), নং নমঃ (বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), দং নমঃ (গুল্ফে), থং নমঃ (জানুনি), তং নমঃ (বামপাদমূলে), ণং নমঃ (দক্ষিণপাদাঙ্গুল্যগ্রে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ডং নমঃ (গুল্ফে), টং নমঃ (জানুনি), ঠং নমঃ (দক্ষিণপাদমূলে), ঞং নমঃ (বামকরাঙ্গুল্যগ্রে), ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), জং নমঃ (বামমণিবন্ধে), ছং নমঃ (কূর্পরে), চং নমঃ (বামবাহুমূলে), ঙং নমঃ (দণিকরাঙ্গুল্যগ্রে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), গং নমঃ (দক্ষিণমণিবন্ধে), খং নমঃ (কূর্পরে), কং নমঃ (দক্ষিণ বাহুমূলে), অং নমঃ (মুখে), অঃ নমঃ

(মস্তকে), ঔং নমঃ (অধোদন্তপংক্তৌ), ওং নমঃ (উর্দ্ধদন্তপংক্তৌ), ঐং নমঃ (অধরে), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ৯৾ং নমঃ (বামগণ্ডে), ৯ং নমঃ (দক্ষিণগণ্ডে), ৠং নমঃ (বামনাসাপুটে), ঋং নমঃ (দণিনাসাপুটে), ঊং নমঃ (বামকর্ণে), উং নমঃ (দক্ষিণকর্ণে), ঈং নমঃ (বামনেত্রে), ইং নমঃ (দক্ষিণনেত্রে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে), অং নমঃ (ললাটে)।'' অতঃপর চন্দ্রমৌলিন্যাস করিবেন।

চন্দ্রমৌলিন্যাস—''অং শ্রীকণ্ঠপূর্ণোদরীভ্যাং নমঃ (ললাটে)। আং অনন্তবিরজাভ্যাং নমঃ (মুখবৃত্তে)। ইং সূক্ষ্মশাল্মলীভ্যাং নমঃ (দক্ষিণনেত্রে)। ঈং ত্রিমূর্তিলোলাক্ষীভ্যাং নমঃ (বামনেত্রে)। উং অমরেশ্বরবর্তুলাক্ষ্মীভ্যাং নমঃ (দক্ষিণকর্ণে)। ঊং অর্ঘৌশদীর্ঘঘোণাভ্যাং নমঃ (বামকর্ণে)। ঋং ভারতভূতিসুদীর্ঘমুখীভ্যাং নমঃ (দক্ষিণনাসাপুটে)। ৠং অতিথীশগোমুখীভ্যাং নমঃ (বামনাসাপুটে)। ৯ং স্থাণুকদীর্ঘজিহ্বাভ্যাং নমঃ (দক্ষিণগণ্ডে)। ৯৾ং হরকণ্ডোদরীভ্যাং নমঃ (বামগণ্ডে)। এং ঝিণ্টিশোর্দ্ধমুখীভ্যাং নমঃ (ওষ্ঠে)। ঐং ভৌতিকেশবিকৃতমুখীভ্যাং (অধরে)। ওঁ সদ্যোজাতজ্বালামুখীভ্যাং (উর্দ্ধদন্তপংক্তৌ)। ঔং অনুগ্রহেশ্বরোল্কামুখীভ্যাং (অধোদন্তপংক্তৌ)। অং অক্রূরসুশ্রীমুখীভ্যাং নমঃ (মস্তকে)। অঃ মহাসেনবিদ্যামুখীভ্যাং নমঃ (মুখে)। কং ক্রোধীশসর্বসিদ্ধিমহাকালীভ্যাং নমঃ (দক্ষিণবাহুমূলে)। খং চণ্ডেশসর্বসিদ্ধিসরস্বতীভ্যাং নমঃ (কূর্পরে)। গং পঞ্চান্তকগৌরীভ্যাং নমঃ (মণিবন্ধে)। ঘং শিবোত্তমত্রৈলোক্যবিদ্যাভ্যাং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে)। ঙং একরুদ্রমন্ত্রশক্তিভ্যাং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে)। চং কূর্মাত্মশক্তিভ্যাং নমঃ (বামবাহুমূলে)। ছং একনেত্রভূতমাতৃকাভ্যাং নমঃ (কূর্পরে)। জং চতুরাননলম্বোদরীভ্যাং নমঃ (মণিবন্ধে)। ঝং অজেশদ্রাবিনীভ্যাং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে)। ঞং সর্বনাগরীভ্যাং (অঙ্গুল্যগ্রে)। টং সোমেশখেচরীভ্যাং নমঃ (দক্ষিণপাদমূলে)। ঠং নমঃ লাঙ্গলিমঞ্জরীভ্যাং নমঃ (জানুনি)। ডং নমঃ দারুকরূপিণীভ্যাং নমঃ (গুল্ফে)। ঢং অর্দ্ধনারীশ্বর-বীরিণীভ্যাং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে)। ণং উমাকান্তকাকোদরীভ্যাং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে)। তং আষাঢ়িপূতনাভ্যাং নমঃ (বামপাদ-মূলে)। থং দণ্ডিতভদ্রকালীভ্যাং নমঃ (জানুনি)। দং অদ্রীশযোগিনীভ্যাং নমঃ (গুল্ফে)। ধং মীনশঙ্খিনীভ্যাং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে)। নং মেঘগর্জিনীভ্যাং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে)। পং লোহিতকালরাত্রিভ্যাং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে)। ফং শিবকুঞ্জিনীভ্যাং

নমঃ (বামপার্শ্বে)। বং নমঃ ছগলণ্ডকপর্দিনীভ্যাং নমঃ (পৃষ্ঠে)। ভং নমঃ দ্বিরণ্ডেশবজ্রাভ্যাং নমঃ (নাভৌ)। মং নমঃ মহাকালজয়াভ্যাং নমঃ (উদরে)। যং নমঃ ত্বগাত্মকলিসুমুখেশ্বরীভ্যাং নমঃ (হৃদি)। রং নমঃ অসৃগাত্মভুজঙ্গেশরেবতীভ্যাং নমঃ (দক্ষিণস্কন্ধে)। লং নমঃ মাংসাত্মপিনাকীশমাধবীভ্যাং নমঃ (ককুদি)। বং নমঃ বেদাত্মখড়্গীশবারুণীভ্যাং নমঃ (বামস্কন্ধে)। শং নমঃ অস্থ্যাত্মবকেশবায়বীভ্যাং নমঃ (হৃদাদি দক্ষিণকরাগ্রে)। ষং নমঃ মজ্জাত্মশ্বেতরাক্ষাবিদারিণীভ্যাং নমঃ (হৃদাদি বামকরাগ্রে)। সং নমঃ শুক্রাত্মভৃগ্বীশসহজাভ্যাং নমঃ (হৃদাদি দক্ষিণপাদাগ্রে)। হং নমঃ প্রাণাত্মনকলীশলক্ষ্মীভ্যাং নমঃ (হৃদাদি বাম-পাদাগ্রে)। লং নমঃ বীজাত্মশিবব্যাপিনীভ্যাং নমঃ (হৃদাদি জঠরে)। ক্ষং নমঃ ক্রোধাত্মসম্বর্তকমাসাভ্যাং নমঃ (হৃদাদি মুখে)।" অতঃপর পীঠন্যাস করিবেন।

পীঠন্যাস—(হৃদয়ে) "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। ওঁ কূর্মায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ। ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ। ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ। ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ। ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ। ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ।" (দক্ষিণস্কন্ধে) —"ওঁ ধর্মায় নমঃ।" বামস্কন্ধে—"ওঁ জ্ঞানায় নমঃ।" বামোরুতে—"ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ।" দক্ষিণোরুতে —"ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ।" মুখে—"ওঁ অধর্মায় নমঃ।" বামপার্শ্বে—"ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ।" নাভিতে—"ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ।" দক্ষিণপার্শ্বে— "ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ।" পুনর্হৃদয়ে—"ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পদ্মায় নমঃ। ওঁ অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। উং সোমমণ্ডলায় যোড়শকলাত্মনে নমঃ। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। সং সত্ত্বায় নমঃ। রং রজসে নমঃ। তং তমসে নমঃ। আং আত্মনে নমঃ। অং অন্তরাত্মনে নমঃ। পং পরমাত্মনে নমঃ। হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।" পূর্বাদি অষ্টকেশরে—"ওঁ বামায়ৈ নমঃ। ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ। ওঁ রৌদ্র্যৈ নমঃ। ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ। ওঁ কাল্যৈ নমঃ। ওঁ বলবিকরণ্যৈ নমঃ। ওঁ বলপ্রমথিন্যৈ নমঃ।" মধ্যে—"ওঁ

যে সকল পূজাদিতে আরাধ্য দেবতা শিব, সে সকল স্থানে চন্দ্রমৌলিন্যাস অবশ্য করণীয়। অনেকে মাতৃকান্যাসের স্থানে এই চন্দ্রমৌলিন্যাস করিয়া থাকেন।

মনোন্মথন্যৈ নমঃ।" তদুপরি—"ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মশক্তিযুক্তায়ানন্তায় যোগপদ্ম পীঠাত্মনে নমঃ।" অতঃপর ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন।

ঋষ্যাদিন্যাস—"অস্য ষড়ক্ষরশিবমন্ত্রস্য বামদেবঋষিঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ ঈশানো দেবতা চতুর্বর্গসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। (শিরসি)—"ওঁ বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ।" (মুখে)—"ওঁ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ।" (হৃদি)—"ওঁ ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ।"

অতঃপর মূর্তিন্যাস করিবেন।

মূর্তিন্যাস—তর্জনীদ্বয়ে—"ওঁ নং তৎপুরুষায় নমঃ।" মধ্যমাদ্বয়ে—"ওঁ মং অঘোরায় নমঃ।" কনিষ্ঠাদ্বয়ে—"ওঁ শিং সদ্যোজাতায় নমঃ।" অনামিকাদ্বয়ে—"ওঁ বাং বামদেবায় নমঃ।" অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে—"ওঁ য়ং ঈশানায় নমঃ।" মুখে—"ওঁ নং তৎপুরুষায় নমঃ।" হৃদয়ে—"ওঁ মং অঘোরায় নমঃ।" পাদদ্বয়ে—"ওঁ শিং সদ্যোজাতায় নমঃ।" গুহ্যে—"ওঁ বাং বামদেবায় নমঃ।" মস্তকে—"ওঁ য়ং ঈশানায় নমঃ।" শিবলিঙ্গের পূর্বমুখে—"ওঁ নং তৎপুরুষায় নমঃ।" দক্ষিণমুখে—"ওঁ মং অঘোরায় নমঃ।" পশ্চিমমুখে—"ওঁ শিং সদ্যোজাতায় নমঃ।" উত্তরমুখে—"ওঁ বাং বামদেবায় নমঃ।" মধ্যমুখে—"ওঁ য়ং ঈশানায় নমঃ।" অতঃপর করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবেন।

করন্যাস—"ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। নং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। মং মধ্যমাভ্যাং বষট্। শিং অনামিকাভ্যাং হুং। বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। য়ং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।"

অঙ্গন্যাস—"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। নং শিরসে স্বাহা। মং শিখায়ৈ বষট্। শিং কবচায় হুং। বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। য়ং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।" অতঃপর গোলকন্যাস করিবেন।

গোলকন্যাস— হৃদি—"ওঁ নমঃ।" মুখে—"নং নমঃ।" স্কন্ধদ্বয়ে—"মং নমঃ। শিং নমঃ।" দক্ষিণোরু—"বাং নমঃ।" বামোরু—"য়ং নমঃ।" কণ্ঠে— "ওঁ নমঃ।" নাভৌ— "নং নমঃ।" দক্ষিণপার্শ্বে— "মং নমঃ।" বামপার্শ্বে—"শিং নমঃ।" পার্শ্বে— "বাং নমঃ।" হৃদয়ে— "য়ং নমঃ।" মস্তকে—"ওঁ নমঃ।" মুখে—"নং নমঃ।" করসন্ধিতে—"মং নমঃ।" করাগ্রে—

"শিং নমঃ।" পাদসন্ধিতে—"বাং নমঃ।" পাদাগ্রে—"য়ং নমঃ।" মস্তকে —"ওঁ নমঃ।" মুখে—"নং নমঃ।" হৃদয়ে—"মং নমঃ।" কুক্ষিতে—"শিং নমঃ।" উরুদ্বয়ে—"বাং নমঃ।" পাদদ্বয়ে—"য়ং নমঃ।" হৃদয়ে—"ওঁ নমঃ।" মুখে—"নং নমঃ।" টঙ্কমুদ্রায়—"মং নমঃ।" মৃগমুদ্রায়—"শিং নমঃ।" অভয়মুদ্রায়—"বাং নমঃ।" বরমুদ্রায়—"য়ং নমঃ।" মুখে—"ওঁ নমঃ।" স্কন্ধদ্বয়ে—"নং নমঃ।" হৃদয়ে—"মং নমঃ।" পাদদ্বয়ে—"শিং নমঃ।" উরুদ্বয়ে—"বাং নমঃ।" জঠরে—"য়ং নমঃ।" মস্তকে—"ওঁ নং তৎপুরুষায় নমঃ।" ললাটে—"ওঁ মং অঘোরায় নমঃ।" উদরে—"ওঁ শিং সদ্যোজাতায় নমঃ।" স্কন্ধে—"ওঁ বাং বামদেবায় নমঃ।" হৃদয়ে—"ওঁ য়ং ঈশানায় নমঃ।"

অতঃপর ব্যাপকন্যাস করিবেন।

ব্যাপকন্যাস—"ওঁ নমোঽস্তু স্থাণুভূতায় জ্যোতির্লিঙ্গামৃতাত্মনে। চতুর্মূর্তিবপুশ্ছায়ভাসিতাঙ্গায় শম্ভবে।" এই মন্ত্র পাঠপূর্বক

আবাহনীমুদ্রা

স্থাপনীমুদ্রা

সন্নিধাপনীমুদ্রা
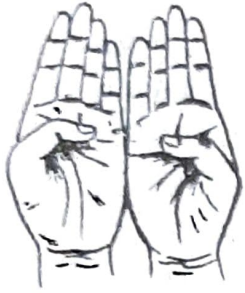
সন্নিরোধিনীমুদ্রা

সম্মুখীকরণমুদ্রা

সমর্থ স্থলে মূর্তিন্যাস ও গোলকন্যাস করিবেন। অসামর্থ পক্ষে পার্থিব শিবপূজা, বাণলিঙ্গপূজা ও শিবরাত্রি বিহিত পূজায় মূর্তিন্যাস ও গোলকন্যাস বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা বা মহামৃত্যুঞ্জয় শিবপূজায় চন্দ্রমৌলীন্যাস, মূর্তিন্যাস ও গোলকন্যাস করাই বিধেয়।

সাতবার অথবা পাঁচবার ব্যাপকন্যাস করিয়া, শিবলিঙ্গের মস্তকে আতপতণ্ডুল দিয়া—"ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব।" মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, আবাহন করিবেন।

আবাহন—"ওঁ পিনাকধৃক্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুদ্ধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ॥" এইরূপে আবাহন করিয়া—"ইদং স্নানীয়জলং ওঁ পশুপতয়ে নমঃ।" মন্ত্রে স্নান করাইয়া বজ্রটি নামাইয়া পিনেটের গোড়ায় রাখিবেন। অতঃপর কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি গ্রহণপূর্বক শিবের ধ্যান করিবেন।

ধ্যান—"ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমন্তাৎস্তুতমমরগণৈঃ ব্যাঘ্রকৃতিং বসানং, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥"

ধ্যানান্তে পুষ্পটি নিজ মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিবেন।

মানসপূজা—স্বহৃদয়ে প্রার্থনামুদ্রা স্থাপনপূর্বক বাহ্যপূজার উপচার উপকরণাদি এবং উল্লিখিত ক্রমদ্বারা মানসপূজা করিতে হয়। বাক্য, মন ও হৃদয় দ্বারা মানসপূজা করিবেন। অতঃপর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

কূর্মমুদ্রা

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন—পূজক স্বীয় বামে একটি নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডল জলদ্বারা অঙ্কন করিয়া তদ্বাহ্যে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া ত্রিকোণমণ্ডলের মধ্যে "হূং" বীজমন্ত্র লিখিয়া তদুপরি অর্চনা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ"। এইক্রমে —"ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।" পরে তদুপরি ত্রিপদিকা স্থাপনপূর্বক "হূং ফট্" মন্ত্রে শঙ্খপাত্র প্রক্ষালন করিয়া ত্রিপদিকার উপরে স্থাপন করিবেন। "ওঁ" মন্ত্রে উহাতে শুদ্ধজল দিয়া, পূজা করিবেন। যথা—(ত্রিপদিকায়) "এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ।" (শঙ্খপাত্রে) "এতে গন্ধপুষ্পে অং অর্কমণ্ডলায়

দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ।'' (জলে)—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ।'' অতঃপর শঙ্খস্থ জল তিনভাগ করিয়া ''ওঁ'' বা মূলমন্ত্রে উহাতে গন্ধপুষ্প দিয়া ও বিল্বপত্র, পুষ্প, দূর্বা , চন্দন এবং আতপ তণ্ডুলাদির দ্বারা উহাতে অর্ঘ্য সাজাইয়া ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ, ও অঙ্কুশমুদ্রাদ্বারা জলে তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—''ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।'' এইরূপে তীর্থাবাহন করিয়া মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদনপূর্বক আটবার ''ওঁ'' বা মূলমন্ত্র জপ করিবেন। এবং আপন হৃদয় হইতে দেবতাকে সেই জলে ''ওঁ পিণাকধৃক ইহাগচ্ছ....'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা আবাহনপূর্বক ''হুং'' মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া সেই জল কিঞ্চিৎ কোশায় দিয়া তদ্দ্বারা নিজেকে ও পূজোপকরণ সমূহ অভ্যুক্ষণ করিবেন। অতঃপর পীঠপূজা করিবেন।

পীঠপূজা—পীঠন্যাসোক্ত ক্রমে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন। যথা—''ওঁ পীঠদেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যাধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্ণীত।।'' অতঃপর পূজা করিবেন। যথা—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।'' এইক্রমে—'' ওঁ কূর্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায় নমঃ।'' (অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণে) ''ওঁ ধর্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায় নমঃ।'' (পূর্বাদি চতুর্দিকে) ''ওঁ অধর্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ।'' (মধ্যে) ''ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায়, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।'' (পূর্বাদি অষ্টকেশরে) ''ওঁ বামায়ৈ, জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, অম্বিকায়ৈ, কাল্যৈ, ''বলবিকরণ্যৈ, বলপ্রমথিন্যৈ নমঃ।'' (মধ্যে) ''মনোন্মথন্যৈ নমঃ।'' (তদুপরি) ''ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মশক্তিযুক্তায়ানন্তায় যোগপদ্ম পীঠাত্মনে নমঃ।'' এইরূপে আদিতে ''ওঁ'' এবং অন্তে ''নমঃ'' যোগে পূজা করিবেন। অতঃপর পূজার বিল্বপত্রগুলি অভ্যুক্ষণ করিয়া চয়ন মন্ত্র পাঠ করিয়া লইবেন।

বিল্বপত্র চয়ন মন্ত্র—''ওঁ পুণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালুর শ্রীফল প্রভো। মহেশপূজনার্থায় তৎপত্রাণি বিনোম্যহম্।।'' অতঃপর বিল্বপত্র জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবেন।

জলদান মন্ত্র—''ওঁ শ্রীফল শ্রীনিকেতোঽসি সদা বিজয়বর্দ্ধন। ধর্মার্থকামমোক্ষায় স্নাপয়ামি শিবপ্রিয়ঃ।।'' অতঃপর প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—''ওঁ মহাদেব প্রিয়করো বাসুদেবপ্রিয়ঃ সদা। উমাপ্রীতিকরো বৃক্ষো বিল্বরূপো নমোঽস্তু তে।।''

বিঃ দ্রঃ—বিল্বপত্র চয়ন, জলদান ও প্রণাম পূজক পূজায় বসিয়া করিতে পারেন।

প্রধান পূজা—কূর্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া—''ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং........'' ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যানপূর্বক বিশেষ পূজা হইলে ষোড়শোপচারে, তাহা না হইলে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেন।

ষোড়শোপচার পূজা—আসন লইয়া—''বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ।'' মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করতঃ ''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'' স্বাগত—''ওঁ পিণাকধৃক স্বাগতম্, সুস্বাগতম্।'' পাদ্য— পূর্ববৎ অর্চনান্তে—''এতৎপাদ্যম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'' অর্ঘ্য—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—''ইদমর্ঘ্যম্ (যজুঃ— এষোঽর্ঘ্য) ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'' আচমনীয়—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—''ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'' মধুপর্ক—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—''এষ মধুপর্কঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'' পুনরাচমনীয়—পূর্ববৎ অর্চনান্তে— ''ইদং পনুরাচমনীয়ম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'' স্নানীয়— পূর্ববৎ অর্চনান্তে—''ইদং স্নানীয়ং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'' বস্ত্র— পূর্ববৎ অর্চনান্তে—ইদং বস্ত্রম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'' আভরণ— পূর্ববৎ অর্চনান্তে—''ইদমাভরণং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'' গন্ধ—পূর্ব্বৎ অর্চনান্তে—''এষ গন্ধঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'' পুষ্প —পূর্ববৎ অর্চনান্তে— এতৎ পুষ্পম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'' বিল্বপত্র— পূর্ববৎ অর্চনান্তে ''এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'' ধূপ— পূর্ববৎ অর্চনান্তে—''এষ

ধূপ ওঁ শিবায় নমঃ।'' দীপ— পূর্ববৎ অর্চনান্তে— ''এষ দীপঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'' নৈবেদ্য পূর্ববৎ অর্চনান্তে—''এতৎ নৈবেদ্যম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'' পানীয় জল—পূর্ববৎ অর্চনান্তে— ''ইদং পানার্থোদকম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। পুনরাচমনীয়— পূর্ববৎ অর্চনান্তে ''ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'' তাম্বুল— পূর্ববৎ অর্চনান্তে—এতত্তাম্বুলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'' অতঃপর স্তোত্রাদি পাঠ, তর্পণ ও প্রণাম করিবেন।

বিঃ দ্রঃ—স্ত্রীলোক ও শূদ্রগণ ''ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'' স্থলে শুধু—''নমঃ শিবায় নমঃ।'' বলিবেন। কোন দ্রব্যের অভাব হইলে তৎপরিবর্তে জল দিবেন। অতঃপর পিনাটের গোড়ায় গৌরীর পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

গৌরী পূজা—''এষ গন্ধঃ ওঁ গৌর্য্যৈ নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ গৌর্য্যৈ নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ গৌর্য্যৈ নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ গৌর্য্যৈ নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ গৌর্য্যৈ নমঃ।।'' মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—''ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে।।'' অতঃপর অষ্টমূর্তির পূজা করিবেন।

অষ্টমূর্তির পূজা—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বাদ্যষ্টমূর্তিভ্যো নমঃ।'' মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া আবাহন করিবেন।

আবাহন—''ওঁ সর্বাদ্যষ্টমূর্তয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিরুধ্বম্, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত। স্থাং স্থীং স্থিরো ভবতঃ।'' অতঃপর পূজা করিবেন। যথা—(পূর্বে) ''এষ গন্ধঃ ওঁ সর্বায় ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ সর্বায় ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ সর্বায় ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ সর্বায় ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ সর্বায় ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ।'' এইরূপে— (ঈশানে) ''এষ গন্ধঃ ওঁ ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ। (উত্তরে) ''এষ গন্ধঃ ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে

নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ।'' (বায়ুকোণে) ''এষ গন্ধঃ ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ।'' (পশ্চিমে) ''এষ গন্ধঃ ওঁ ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ।'' (নৈর্ঋতে) ''এষ গন্ধঃ ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ।'' (দক্ষিণে) ''এষ গন্ধঃ ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যং ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ।'' (অগ্নিকোণে) ''এষ গন্ধঃ ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্তয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্তয়ে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্তয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্তয়ে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ।'' মন্ত্রে পূজাপূর্বক ''এষ গন্ধঃ ওঁ বৃষভায় নমঃ।'' ''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নন্দিনে নমঃ।'' এবং ''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভৃঙ্গিনে নমঃ।'' মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক, ''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবায় সপরিবারায় সায়ুধায় সবাহনায় নমঃ।'' মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক ''ব্যোম্ ব্যোম্'' শব্দে গালবাদ্য করিয়া যথাশক্তি শিব গায়ত্রী জপ করিবেন।

শিবগায়ত্রী—''ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্র প্রচোদয়াৎ।।'' গায়ত্রী জপান্তে—''ওঁ নমঃ শিবায়।'' (শূদ্র ও স্ত্রীলোক—''নমঃ শিবায়।'') যথাশক্তি জপপূর্বক জপবিসর্জন করিবেন। মন্ত্র, যথা—''ওঁ গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎপ্রসাদান্মহেশ্বরঃ।।''

অতঃপর প্রণাম ও প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে। নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ।। নমঃ ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে। নমস্তে ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ।। নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ।। নমস্তে ত্বং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরম্। পুংসামপূর্ণ কামানাং কামপূরমরাঙ্ঘ্রিপম্।।" পরে পুনরায় গালবাদ্য, বগলবাদ্যপূর্বক, এক গণ্ডূষ জল লইয়া—"ওঁ ইতঃপূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারতোজাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু যদুক্তং যৎ কৃতং তৎ সর্বং মদীয় সম্যক্ সকল কর্মফলং ব্রহ্মার্পণমস্তু স্বাহা।।" মন্ত্র পাঠান্তে জলগণ্ডূষ শিবের উপর দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। ক্ষমা প্রার্থনা—"ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্। বিসর্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর।।" অতঃপর—"ওঁ মহাদেব ক্ষমস্ব।" মন্ত্রে শিবলিঙ্গটিকে ঈষৎ চালনা করিবেন।

অতঃপর ঈশানকোণে একটি নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডল জলদ্বারা অঙ্কন করিয়া সংহার মুদ্রাদ্বারা একটি নির্মাল্য গ্রহণপূর্বক আঘ্রাণ করতঃ উক্ত ত্রিকোণমণ্ডলে স্থাপনপূর্বক তদুপরি পূজা করিবেন। যথা—"ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজান্তে শিব লিঙ্গটিকে উক্ত ত্রিকোণেমণ্ডলে স্থাপন করিবেন।

সংহারমুদ্রা

—ইতি পার্থিব শিবপূজা পদ্ধতি—

বাণলিঙ্গ শিব পূজা

পূজার নিয়ম—বাণলিঙ্গ শিবপূজা করিতে হইলে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, সংস্কার, আবাহন, বিসর্জন এবং অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিতে নাই। বিল্বপত্রের উপর বাণলিঙ্গ শিব স্থাপন করা নিষিদ্ধ।

পূজা পদ্ধতি—পূজক শুদ্ধাসনে উত্তরাস্যে উপবেশনপূর্বক আচমনাদি হইতে ন্যাসাদি কার্য্য করিবেন। অতঃপর গণেশাদি পঞ্চদেবতা, শ্রীগুরু, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিকপালের পূজাদি সমাপনপূর্বক বাণলিঙ্গ শিবকে স্নান করাইবেন।

স্নানমন্ত্র— "ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ।।" অতঃপর অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবেন।

অঙ্গন্যাস—"বাং হৃদয়ায় নমঃ। বীং শিরসে স্বাহা। বূং শিখায়ৈ বষট্। বৈং কবচায় হুং। বৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। বঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।"

করন্যাস—"বাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। বীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। বূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। বৈং অনামিকাভ্যাং হুং। বৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। বঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।"

অতঃপর পার্থিব শিবপূজা বিধিতে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া, কূর্মমুদ্রাযোগে সচন্দন পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন।

ধ্যান— "ওঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্। কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমম্।। শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্।।"

এইরূপ ধ্যানান্তে পুষ্পটি—"ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় নমঃ।" মন্ত্রে নিজ মস্তকে দিয়া মানস পূজা করিবেন।

মানসপূজা—স্বীয় বক্ষস্থলে উত্তানভাবে বামহস্তের উপর দক্ষিণহস্ত স্থাপন করতঃ বাণলিঙ্গ-মূর্তি চিন্তা করিয়া মনে মনে

গন্ধপুষ্পাদি উপাচার দ্বারা অর্চনা করিবেন। অতঃপর পার্থিব শিবপূজাবিধিতে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন ও পীঠন্যাস ক্রমে পার্থিব শিবপূজার ন্যায় পীঠপূজা করিয়া, কূর্মমুদ্রাযোগে সচন্দন পুষ্প লইয়া পুনর্ধ্যান করতঃ, মনে মনে কুলকুণ্ডলিনীকে সহস্রারে লইয়া গিয়া সেই স্থান তেজোময় চিন্তাপূর্বক, সেই তেজঃ হইতে শিব-শক্তি-রূপ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া বামনাসিকা নিঃসৃত নিঃশ্বাস দ্বারা সেই কল্পিত মূর্ত্তি কূর্মমুদ্রাস্থিত পুষ্পে সংস্থাপনপূর্বক সেই পুষ্প বাণলিঙ্গের মস্তকে দিয়া দশোপচারে পূজা করিবেন।

দশোপচার পূজা—"এতৎ পাদ্যং ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। ইদমর্ঘ্যম্ ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। ইদং স্নানীয়ম্ ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। এতৎ পানার্থোদকম্ ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। এতত্তাম্বুলং ওঁ হৌং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ।" মন্ত্রে পূজা করিয়া "হৌং" মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া "হৌং" এই বীজ যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ মন্ত্র পাঠপূর্বক জপ সমর্পণ করিবেন।

জপ সমর্পণ মন্ত্র—"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎ প্রসাদান্মহেশ্বর।।"

অতঃপর প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারকায়, জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়। কর্পূরকুন্দধবলেন্দু-জটাধরায়, দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়।।"

"ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।।"

বাণলিঙ্গের উপরে অন্য শিবপূজা করিতে হইলে, অগ্রে উক্ত বিধানে বাণেশ্বরের অর্চনা করিয়া পরে অন্য শিবের পূজা করিতে হয়।

অতঃপর দক্ষিণহস্তের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে দক্ষিণ গালে আঘাত করিতে করিতে 'বম্ বম্' শব্দে পাঁচবার গালবাদ্য করিয়া, যথাশক্তি স্তব-কবচাদি পাঠ করিবেন।

—ইতি বাণলিঙ্গ শিবপূজা পদ্ধতি—

শিবরাত্রি বিহিত শিবপূজা

ব্রতবিধি—ব্রতের পূর্বদিন একবার হবিষ্যান্ন ভোজনপূর্বক সংযমী হইয়া থাকিবেন। পরদিবস উপবাস করিয়া রাত্রিতে চারিপ্রহরে চারিবার শিবপূজা করিবেন। তৎপরদিন পারণ করিবেন।

পূজাবিধি—পূজক প্রথমে আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন—কুশীতে আতপ তণ্ডুল লইয়া বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক শিবরাত্রি বিহিত শিবপূজা কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্।।"

"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক, শিবরাত্রি বিহিত শিবপূজা কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।"

"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক শিবরাত্রি বিহিত শিবপূজা কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্।।" অতঃপর স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবেন।

স্বস্তিসূক্ত (সাম)—"ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।"

স্বস্তিসূক্ত (যজুঃ)—"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ, সস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিগুঁ হবামহে, ওঁ প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিগুঁ হবামহে, ওঁ নিধীনাং ত্বা নিধীপতিগুঁ হবামহে বসো মম। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।"

স্বস্তিসূক্ত (ঋগ্বেদীয়)—"ওঁ স্বস্তি নো মিসীতামশ্বিনাভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরণর্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ। স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা। স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রুবামহৈ, সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতি সর্বগণং স্বস্তয়ে, স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ। বিশ্বদেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে, বৈশ্বানরো বাযুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অবন্তৃভবঃ স্বস্তয়ে, স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বং হসঃ। ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণা, স্বস্তি পথ্যে রেবতি। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ, স্বস্তি নো অদিতে কৃধি। ওঁ স্বস্তি পন্থামনুচরেম, সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দদতাঘ্নতাং জানতা সঙ্গমেমহি। ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং, মহদ্ভূতং বায়সং দেবতানাং। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু বৃহদ্‌যশো নাবমিবারুহেম। অংহো মুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ, স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যম্। প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে, স্বস্তি সম্বাধেষ্বভয়ং নো অস্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।" অতঃপর সর্ববেদীয়গণ সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন।

সাক্ষ্যমন্ত্র—করযোড়ে পাঠ করিবেন—"ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যেভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনোদিকপতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্ম্যং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্।।" অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—কুশীতে তিল, জল, আতপ তণ্ডুল, কুশত্রিপত্র, হরিতকী ও পুষ্পাদি লইয়া উত্তরাস্যে সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য ফাল্গুনেমাসি কৃষ্ণেপক্ষে চতুর্দশ্যান্তিথৌ দেবশর্মা (প্রাতে ত্রয়োদশী থাকিলে—ত্রয়োদশ্যাং তিথাবারভ্য) অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ, দেব্যাঃ, দাসঃ, দাস্যাঃ বা) নানা সুখসৌভাগ্য রোগাদি প্রশমনঃ শিবসাযুজ্যকামঃ (স্ত্রীলোকপক্ষে—কামাঃ) (শ্রীশিব প্রীতিকামো বা) শিবরাত্রি ব্রত মহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি)।" অতঃপর স্ব স্ববেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন।

সঙ্কল্পসূক্ত (সাম)—সঙ্কল্প বাক্য পাঠান্তে কুশীটি তাম্রটাটে উপুড় করিয়া দিয়া ঘণ্টাধ্বনি সহকারে তদুপরি আতপ তণ্ডুল বিকিরণ করিতে করিতে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্ব মাদিদ্বো দেব ওহতে।।"

সঙ্কল্পসূক্ত (যজুঃ)—"ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদেতি দৈবং, তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।।"

সঙ্কল্পসূক্ত (ঋগ্বেদীয়)—"ওঁ যা গুংগূর্য্যা সিনীবালী, যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রানীমহ্ব উতয়ে, বরুণানীগুঁ স্বস্তয়ে।।"

অতঃপর পার্থিব শিবপূজা বিধিতে সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া গণেশাদির পূজা সমাপন করিয়া, পূর্বোক্ত পার্থিব শিবপূজা বিধিতে মানসপূজা, পীঠপূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপনপূর্বক শিবের ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। শুধুমাত্র স্নান ও অর্ঘ্যদান মন্ত্র পৃথক।

প্রথম প্রহরে—দুগ্ধদ্বারা স্নান করাইবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ হৌং ঈশানায় নমঃ।"

অর্ঘ্যমন্ত্র—"ওঁ শিবরাত্রি ব্রতং দেব পূজাজপ পরায়ণঃ। করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর।। ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ—এষোঽর্ঘ্য) ওঁ হৌং ঈশানায় নমঃ।।"

দ্বিতীয় প্রহরে—দধিদ্বারা স্নান করাইবেন। যথা—"ওঁ হৌং অঘোরায় নমঃ। এতৎ স্নানীয় দধ্না ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।।"

অর্ঘ্যমন্ত্র—"ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্বপাপহরায় চ। শিবরাত্রৌ দদামর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ। ইদমর্ঘ্যম্ (যজুঃ—এষোঽর্ঘ্য) ওঁ হৌং অঘোরায় নমঃ।।"

তৃতীয় প্রহরে—ঘৃতদ্বারা স্নান করাইবেন। যথা—"ইদং স্নানীয় ঘৃতং ওঁ হৌং বামদেবায় নমঃ।"

অর্ঘ্যমন্ত্র—"ওঁ দুঃখ দারিদ্র্য শোকেন দগ্ধোঽহং পার্বতীপ্রিয়। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে। ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ—এষোঽর্ঘ্য) ওঁ হৌং বামদেবায় নমঃ।।"

চতুর্থ প্রহরে—মধুদ্বারা স্নান করাইবেন। যথা—"ইদং স্নানীয় মধুঃ ওঁ হৌং সদ্যোজাতায় নমঃ।।"

অর্ঘ্যমন্ত্র—"ওঁ ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হরশঙ্কর। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে। ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ—এষোঽর্ঘ্য) ওঁ হৌং সদ্যোজাতায় নমঃ।।"

প্রতি প্রহরেই পূজা শেষে অষ্টমূর্তির ও গৌরীর পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গৌর্য্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। তৎপরে অষ্টমূর্তির পূজা করিবেন।

অষ্টমূর্তির পূজা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বাদ্যষ্টমূর্তিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা আবাহন করিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। (পূর্বে) "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বায় ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ।" এইক্রমে—(ঈশানে) "ওঁ ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ।" (উত্তরে) "ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ।" (বায়ুকোণে) "ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ।" (পশ্চিমে) "ওঁ ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ।" (নৈর্ঋতে) "ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ।" (দক্ষিণে) "ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ।" (অগ্নিকোণে) "ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্তয়ে নমঃ।।"

অতঃপর—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বৃষভায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নন্দিনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভৃঙ্গিনে নমঃ।" মন্ত্রে ইহাদের পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া "বম্ বম্" শব্দে গালবাদ্য করিয়া পার্থিব শিবপূজার ন্যায় সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া স্তব এবং কবচাদি পাঠপূর্বক ব্রতকথা পাঠ করিবেন।

শিবরাত্রি ব্রতকথা

পুরা কৈলাসশিখরে সর্বরত্নবিভূষিতে। দেব-দানব-গন্ধর্বসিদ্ধচরণ সেবিতে।। অপ্সরাভিঃ পরিবৃতে নৃত্যান্তীভিরিতস্ততঃ। সর্বর্তুকুসুমাকীর্ণে সর্বর্তুফলশোভিতে।। স্থিরচ্ছায়াদ্রুমাকীর্ণে সন্তানকবনাবৃতে। পারিজাতপ্রসূনোত্থ গন্ধামোদিতদিঙ্মুখে।। আকাশ-গঙ্গাসলিলতরঙ্গপবনাদিতে। ত্রৈগুণ্যললিতৈশ্চরু মরুদ্ভিরুপবীজিতে।। ব্রহ্মর্ষিবদনোদ্ভূত বেদধ্বনিনিনাদিতে। উবাস সুচিরং প্রীতো ভবো গিরিজায়া সহ।। সুখোষিতা কদাচিত্তু দেবী প্রপচ্ছ শঙ্করম্।। দেব্যুবাচ—কর্মণা কেন ভগবন্ ব্রতেন তপসাপি বা। ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং হেতুস্ত্বং পরিতুষ্যতি।। ইতি দেব্যাবচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ শঙ্করোঽব্রবীৎ।। শঙ্কর উবাচ—ফাল্গুনে কৃষ্ণপক্ষস্য যা তিথিঃ স্যাচ্চতুর্দশী। তস্যাং যা তামসী রাত্রি সোচ্যতে শিবরাত্রিকা।। তত্রোপবাসং কুর্বাণঃ প্রসাদয়তি মাং ধ্রুবম্। ন স্নানেন ন বস্ত্রেন ন ধূপেন ন চর্চিয়া।। তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ। ত্রয়োদশ্যাং কৃতস্নানো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ। নিরামিষং হবিষ্যং বা সকৃদ ভুঞ্জীত নান্যথা।। মন্নাম সংস্মরণ্ রাত্রৌ শায়িতঃ স্থণ্ডিলে কুশে। রাত্রিশেষে সমুত্থায় কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ।। সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবদ্ বিল্বপত্রাণ্যু পার্জয়েৎ। ততো নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা সন্ধ্যাদ্যোপাস্য পশ্চিমান্।। নদ্যাদৌ স্থণ্ডিলে বাপি লিঙ্গে বা স্থাবরে চরে। বিল্বপত্রৈর্বিমৃজ্যাথ লিঙ্গপীঠং প্রযত্নতঃ।। এবাতঃ সর্বপুষ্পং স্যাদ্ বিল্বপত্রং তথৈবাতঃ।। মণিমুক্তাপ্রবালৈশ্চস্বর্ণপুষ্পাদিভিস্তথা।। ন তথা জায়তে প্রীতির্বিল্বপত্রৈর্যথা মম। প্রহরে প্রহরে স্নানং পূজাঞ্চৈব বিশেষতঃ।। কুর্বীত মম গন্ধাদ্যৈঃ পুষ্পধূপাদিভিস্তথা।। দুগ্ধেন প্রথমং স্নানং দধ্না চৈব দ্বিতীয়কম্। তৃতীয়ে তু তথাজ্যেন চতুর্থে মধুনা

তথা।। পঞ্চরাত্র বিধানেন মূলমন্ত্রেন চৈব হি। পূজয়েন্মাং যথাশক্ত্যা নৃত্যগীতাদিভিস্তথা।। অপরেদ্যুস্ততো বিপ্রাণ্ মম ভক্তান্ শুচিব্রতান্। ভোজয়িত্বা তথাভ্যর্চ্য পারণং স্বয়মাচরেৎ।। এবমেতদ্ ব্রতং দেবি মম প্রীতিকরং পরম্। যজ্ঞদানতপংস্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।। এতদ্ ব্রতপ্রভাবেন গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ। সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ পৃথ্বীং জায়তে কামচারবান্।। তিথেরস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং বাচমানং ময়া শৃণু। অস্তি বারাণসী নাম পুরী সর্বগুণৈর্যুতা। ব্যাধস্তত্রাবসদ্ ঘোরং সর্বদা প্রাণিহিংসকঃ।। খর্ব কৃষ্ণবপুঃ ক্রূরঃ পিঙ্গাক্ষং পিঙ্গকেশরঃ। বাগুরাপাশশল্যাদি প্রপূরিত গৃহান্তরঃ।। স স একদা বনং গত্বা হত্বা চ বিবিধান্ পশূন্। মাংসভারং বহন্ গেহং স্বকীয়ং গন্তুমুদ্যতঃ।। তেহসমর্থস্তু তৎ ভারং রোঢুং শ্রান্তো বনান্তরে। বিশ্রামহেতোঃ সুস্বাপ মূলে বৈকল্যচিত্তরোঃ। অথাস্তমগমৎ সূর্য্যো নিশভূতা ভয়প্রদা। ততউত্থায় সোহপশ্যান্ ন কিঞ্চিত্তিমিরাবৃতম্।। হর্ষামর্ষবশাত্তত্র বৃক্ষে শ্রীফলসংজ্ঞকে। লতাপাশৈর্বহুবিধৈর্মাংস ভারং ববন্ধ সঃ।। তমেব বৃক্ষঞ্চত্তস্থৌ মূলে শ্বাপদভীষিতঃ। শীতার্তশ্চ ক্ষুধার্তশ্চ কম্পান্বিত কলেবরঃ।। অজাগর তদা রাত্রৌ প্লুতো নীহারবারিণা। দৈবযোগাচ্চ তন্মূলে লিঙ্গং তিষ্ঠতি মামকং।। শিবরাত্রি তিথিঃ সা চ নিরাহারাশ্চ লুব্ধকঃ। অথ তদ্দেহসংসর্গো হিমপাতো মমোপরি।। যজ্ঞে তদা বরারোহে ভগ্নপত্রচ্যুতিঃ ক্ষণাৎ। তস্য তেনৈব ভাবেন মম তোষো মহানভূৎ।। তিথিন্মাহাত্ম্যতো দেবি বিল্বপত্রস্য চেশ্বরি। ন স্নানং ন তথা পূজা ন নৈবেদ্যাদিসম্ভবঃ।। তথাপি তিথি মাহাত্ম্যাৎ তত্র মেঽর্চা মহাফলা। অথ প্রভাতে বিমলে গতাহসৌ নিজ মন্দিরম্।। কদাচিদায়ু শেষে যমদূতস্তমভ্যগাৎ। বন্ধুকামস্তু তং দূতং পাশেন বির্ববধেন চ। পুরুষো বারয়ামাস মদীয়ো মন্নিযোগতঃ।। অথোভয়োর্ব্যাধহেতোঃ কলহঃ সুমহানভূত। তথাহতো মদীয়েন দূতেন যমদূতকঃ। যমঃ সমানয়ামাস মৎপুরদ্বারমূজ্জ্বলম্।। দৃষ্ট্বা চ নন্দিনং তত্র সর্বান কথয়ৎ কথাম্। ব্যাধস্য চ কুকর্ম ত্বং যাবজ্জীবং তমব্রবীৎ।। তৎ শ্রুত্বা তস্য সর্বজ্ঞো বচনং নন্দিকেশ্বরঃ। ব্যাধস্য তদ্দিনে কর্ম শ্রাবয়ামাস তং যমম্।। একমেব ন সন্দেহো যাবজ্জীবং দুরাত্মবান্। পাপমেবাকরোহ্যাথো ধর্মরাজ তথাপ্যসৌ।। শিবরাত্রি প্রভাবেণ নীতঃ সর্বেশসন্নিধিম্। ততোহসৌ বিস্ময়াবিষ্টো বন্দিত্বা নন্দিনং যমঃ।। দূতান্বিতো যযৌ গেহং স্বকীয়ং শিবভাবতঃ। এবমস্তু প্রভাবং হি ব্রতস্য বরবর্ণিনি।

অবোচং ভব ভাবেন কিমন্যৎ কথয়ামি তে।। তৎ শ্রুত্বা ভবদ্বাক্যং বিস্মিতা হিমশৈলজা। প্রশশংস তদৈবৈতৎ শিবরাত্রি ব্রতং মদা।। বান্ধবেভ্যোঽপ্যকথয়দ্ ব্রতমেতৎ পতিব্রতা। তৈশ্চাপি কথিতং পৃথ্ব্যাং রাজভ্যো ভক্তিভাবিতৈঃ। এবমেতদ্ ব্রতং পৃথ্ব্যাং প্রকাশমুজপাদিতম্।। ভূতেশ্বরাদিহ পরোঽস্তি ন পূজনীয়ো, নৈবাশ্বমেধমদৃশঃ ক্রতুরিস্তি লোকে। গঙ্গাসমং ত্রিভুবনে ন চ তীর্থমস্তি। নান্যদব্রতং হি শিবরাত্রিসমং তথাস্তি।।

—ইতি শিবরহস্যীয় শিবরাত্রি ব্রতকথা সমাপ্তম্—

ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ।

"ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্বম্ তৎ প্রসাদান্মহেশ্বরঃ।।"

শিবরাত্রি ব্রতকথা (বঙ্গানুবাদ)

পুরাকালে সর্বরত্ন বিভূষিত, দেব-দানব-গন্ধর্ব ও সিদ্ধগণ সেবিত, অপ্সরীগণ পরিবৃত, নানা পুষ্প-ফলাদি শোভিত, পারিজাত ফুলের গন্ধে আমোদিত ও ব্রহ্মর্ষিগণের বেদধ্বনি মুখরিত, মন্দাকিনী বিধৌত কৈলাস শিখরে একাসনে পার্বতী ও মহাদেব বসিয়াছিলেন। নানা কথা আলোচনার পর পার্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবান্! মানবগণ কি কর্ম, কি ব্রত, বা কিরূপ তপস্যা করিলে আপনি প্রীত হন? কারণ আপনি তুষ্ট হইলেই মানবগণ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদি চতুর্বর্গ লাভ করে। পার্বতীর কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—হে প্রিয়ে! ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে যে ঘোর অন্ধকার রাত্রি হয়, তাহার নাম শিবরাত্রি। মানবগণ শিবরাত্রিতে উপবাস করিলে আমি অত্যন্ত প্রীত হই। এইদিন উপবাস করিলে আমি যেরূপ প্রীত হই, স্নান-ধ্যান-প্রণাম, ধূপ-দীপ প্রভৃতি বিবিধ উপচারদ্বারা পূজাতে আমার সেরূপ প্রীতিলাভ হয় না। শিব-

রাত্রির পূর্বদিনে স্নানাদি সমাপন করিয়া একবার মাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে। রাত্রিতে আমার নাম স্মরণপূর্বক সংযমী হইয়া তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে। পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ ও স্নান করিয়া নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্বক যথাবিধি সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে বিল্বপত্র চয়ন করিবে। আমার পূজায় বিল্বপত্রই প্রশস্ত। বিল্বপত্রদ্বারা পূজা করিলে আমি যেরূপ সন্তুষ্ট হই, মণি-মুক্তা প্রভৃতি রত্ন এবং বিবিধ পুষ্পের দ্বারা পূজা করিলেও আমার সেরূপ প্রীতিলাভ হয় না। প্রথম প্রহরে দুগ্ধদ্বারা, দ্বিতীয় প্রহরে দধিদ্বারা, তৃতীয় প্রহরে ঘৃতদ্বারা ও চতুর্থ প্রহরে মধুদ্বারা আমাকে স্নান করাইবে এবং চারি প্রহরে চারিটি অর্ঘ্য দিবে। এইদিন নৃত্য-গীতাদির দ্বারা রাত্রি জাগরণ করিবে। পরদিন আমার ভক্ত, ব্রতী ব্রাহ্মণদের ভোজন করাইয়া পারণ করিবে। হে দেবি! এইরূপে ব্রত পালন করিলে আমার প্রীতিলাভ করিবে। দান, যজ্ঞ, তপস্যার দ্বারাও এই ব্রতের কিয়দংশ ফল লাভ করা যায় না। ব্রতের প্রভাবে গণেশ সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া গণপতিত্ব লাভ করিয়াছে। হে দেবি! আমি এই ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্বকালে বারাণসী পুরীতে খর্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, ক্রূরস্বভাব, পিঙ্গল চক্ষু, পিঙ্গল কেশ, সর্বদা প্রাণি-হিংসক এক ব্যাধ ছিল। তাহার গৃহ দণ্ড, রজ্জু ও অস্ত্রাদি দ্বারা পূর্ণ ছিল। একদিন সেই ব্যাধ বনে গিয়া নানাপ্রকার পশুহত্যা করিয়া, মাংসভার লইয়া গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করিল। কিন্তু অধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত ব্যাধ মাংসভার বহনে কাতর হইয়া বিশ্রামের জন্য একটি বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইল। এদিকে সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করায় ঘোর অন্ধকার রাত্রি উপস্থিত হইল। ব্যাধের নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে সে দেখিল চারিদিকে অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। সে তখন অতিকষ্টে একটি বিল্ববৃক্ষের উপর উঠিয়া লতা-পাতা দ্বারা মাংসভার বৃক্ষশাখায় বন্ধন করিয়া, হিংস্র জন্তুর ভয়ে নিজে বৃক্ষশাখায় বসিয়া রহিল। রাত্রিতে শিশিরের জলে তাহার সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল। ব্যাধ শীতার্ত, ক্ষুধার্ত হইয়া কম্পিত কলেবরে রাত্রি জাগরণ করিয়া বৃক্ষশাখায় বসিয়া রহিল। সেই

বৃক্ষমূলে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্যাধের গাত্রস্পর্শে একটি বিল্বপত্র ভগ্ন হইয়া শিশিরবিন্দুসহ সেই লিঙ্গের উপরে পতিত হইল। তাহার ফলে আমি ব্যাধের প্রতি তুষ্ট হইলাম। তারপর রাত্রি প্রভাতে ব্যাধ বৃক্ষ হইতে নামিয়া মাংসভার স্কন্ধে লইয়া নিজগৃহে গমন করিল। কিছুদিন পরে ব্যাধের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। তখন যমদূত আসিয়া দৃঢ় পাশদ্বারা তাহাকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইল। সেই সময় আমার দূত তথায় উপস্থিত হইয়া যমদূতগণকে বাধা দিল। অতঃপর উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল। অবশেষে আমার দূত যমদূতকে পরাস্ত করিয়া ব্যাধকে কৈলাসপুরীতে লইয়া আসিল। যমদূত দ্বারপাল নন্দীকে দেখিয়া ব্যাধের সব কুকর্মের কথা বলিয়া ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিল। সর্বজ্ঞ নন্দীকেশ্বর তখন যমদূতগণকে ব্যাধের শিবরাত্রি ব্রতের বিষয় বর্ণনা করিল। অবশেষে বলিল—হে যমদূতগণ! এই দুরাত্মা ব্যাধ যাবজ্জীবন দুষ্কর্ম করিয়াছে সত্য, তথাপি শিবরাত্রি ব্রতের ফলে শিবদূত উহাকে শিবের নিকট উপস্থিত করিয়াছে। যমদূতগণ নন্দীকেশ্বরের নিকট সমস্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া নিজস্থানে গমন করিল। হে পার্বতি! শিবরাত্রি ব্রতের মাহাত্ম্য তোমার নিকট বলিলাম। পার্বতী ইহা শ্রবণ করিয়া খুশী হইলেন এবং সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন। দেবতা, ঋষি ও মুনিগণ পার্বতীর নিকট শিবরাত্রির ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পৃথিবীতে প্রচার করিলেন। এইভাবে শিবরাত্রি ব্রত প্রচলিত হইল। ত্রিভুবনে যেরূপ শিবের তুল্য দেবতা, অশ্বমেধতুল্য যজ্ঞ, ও গঙ্গার তুল্য তীর্থ নাই, সেইরূপ ত্রিভুবনে শিবরাত্রির সদৃশ আর কোন ব্রত নাই।

—শিবরাত্রি ব্রতকথার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত—

ব্রতকথা পাঠান্তে দক্ষিণান্ত করিয়া পূজা সমাপ্ত করিবেন। পরদিবস স্নানান্তে নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্বক যথাশক্তি শিবপূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে যথাসাধ্য ভোজন করাইয়া নিজে পারণ করিবেন।

পারণ মন্ত্র—ব্রতের পরদিবস পারণ মন্ত্র পাঠান্তে পারণ করিবেন। যথা—"ওঁ সংসারক্লেশদগ্ধস্য ব্রতেনানেন শঙ্কর। প্রসীদ সুমুখোনাথ জ্ঞানদৃষ্টি প্রদো ভব॥"

—ইতি শিবরাত্রি ব্রত সমাপ্ত—

শিবাষ্টক স্তোত্রম্

প্রভুমীশ-মনীশ মহেশগুণং, গুণহীন মহীশগণাভরণং। রণ-নির্জিতদুর্জয়-দৈত্যপুরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ।।১।। গিরিরাজ-সুতান্বিত বামতনুং, তনুনিন্দিত রাজিত কোটিবিধুং। বিধি-বিষ্ণু-শিরোর্চিত পাদযুগং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ।।২।। শশলাঞ্ছিত-রঞ্জিত-সম্মুকুটম্, কটি-লম্বিতসুন্দর-কৃত্তিপটং। সুর-শৈবলিনী-কৃতপূতজটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ।।৩।। নয়নত্রয়-ভূষিত চারুমুখং, মুখপদ্মবিনিন্দিত কোটিবিধুং। বিধুখণ্ড-বিমণ্ডিত-ভালতটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ।।৪।। বৃষরাজ-নিকেতন-মাদি-গুরুং, গরলাশনমার্তি-বিনাশকরং। প্রমথাধিপ সেবক-রঞ্জনকং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ।।৫।। মকরধ্বজ-মত্ত-মাতঙ্গহরং, করিচর্মবিলাসবিশেষকরং। বরদাভয়-শূলবিষাণধরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ।।৬।। জগদুদ্ভব পালননাশকরং, করুণেশগুণত্রয়রূপধরং। প্রিয়মানব-সাধুজনৈকগতিং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ।।৭।। ন দত্তং পুষ্পং সদা পাপচিত্তং, পুনর্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো। ভজতোঽখিলদুঃখসমৃদ্ধিহরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ।।৮।।

ওঁ তৎসৎ

—ইতি শিবাষ্টক স্তোত্রম্ সমাপ্তম—

সদাশিব কবচম্

শ্রীপার্বত্যুবাচ

ভগবন্ দেবদেবেশ সর্বাম্নায় প্রপূজিতম্। সর্বং মে কথিতং দেব কবচং নং প্রকাশিতম্। প্রসাদাখ্যস্য মন্ত্রস্য কবচং মে প্রকাশয়। সর্বরক্ষা করং দেব যদি স্নেহোঽস্তি মাংপ্রতি ।।

শ্রীভগবানুবাচ

প্রসাদমন্ত্রে কবচস্য বামদেব ঋষিঃ স্মৃতঃ। পংক্তিশ্চন্দশ্চ দেবেশি সদাশিবোঽত্রদেবতা।। সাধকাভীষ্টসিদ্ধৌ চ বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ। শিরো মে সর্বদা পাতু প্রসাদাখ্যঃ সদাশিবঃ।। ষড়ক্ষরস্বরূপো মে বদনস্তু মহেশ্বরঃ। অষ্টাক্ষঃ শক্তিরুদ্ধশ্চক্ষুষী মে সদাবতু।। পঞ্চাক্ষরাত্মা ভগবান্ ভুজৌ মে পরিরক্ষতু। মৃত্যুঞ্জয়স্ত্রিবীজাত্মা আয়ু রক্ষতু মে সদা।। বটমূলোসমাসীনো দক্ষিণামূর্তিরব্যয়ঃ। সদা মাং সর্বতঃ পাতু ষট্‌ত্রিশার্ণস্বরূপধৃক্।। দ্বাবিংশার্ণাত্মকো রুদ্রঃ কুক্ষিং মে পরিরক্ষতু। ত্রিবর্ণাত্মা নীলকণ্ঠঃ কণ্ঠং রক্ষতু সর্বদা।। চিন্তামণিবীজরূপোঽর্দ্ধনারীশ্বরো হরঃ। সদা রক্ষতু মে গুহ্যং সর্বসম্পৎ প্রদায়কঃ।। একাক্ষরস্বরূপাত্মা কূটব্যাপী মহেশ্বরঃ। মার্তণ্ডভৈরবো নিত্যং পাদৌ মে পরিরক্ষতু।। ডুম্বুরাখ্যো মহাবীজস্বরূপস্ত্রিপুরান্তকঃ। সদা মাং রণভূমৌ চ রক্ষতু ত্রিদশাধিপঃ।। ঊর্দ্ধমূর্দ্ধানমীশানো মম রক্ষতু সর্বদা। দক্ষিণস্যাং তৎপুরুষোঽবব্যান্মে গিরিবিনায়কঃ।। অঘোরাখ্যো মহাদেবঃ পূর্বস্যাং পরিরক্ষতু। বামদেবঃ পশ্চিমস্যাং সদা মে পরিরক্ষতু ।। উত্তরস্যাং সদা পাতু সদ্যোজাতস্বরূপধৃক্। ইত্থং রক্ষাকরং দেবি কবচং দেবদুর্লভম্।। প্রাতঃকালে পঠেদ্ যস্তু সোঽভীষ্টং ফলমাপ্নুয়াৎ। পূজাকালে পঠেদ্ যস্তু কবচং সাধকোত্তমঃ।। কীর্তিশ্রীকান্তির্মেধায়ুর্বৃধহিতো ভবতি ধ্রুবম্। কণ্ঠে যো ধরয়েদেতৎ কবচং মৎস্বরূপকম্।। যুদ্ধে বিজয়মাপ্নোতি দ্যুতে বাদে চ সাধকঃ। কবচং ধারয়েদ্ যস্তু সাধকো দক্ষিণে ভুজে।। দেবা মনুষ্যা গন্ধর্বা বশাস্তস্য ন সংশয়ঃ। কবচং শিরসা যস্তু ধারয়েদ্ যতমানসঃ।। করস্থাস্তস্য দেবেশি অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ। ভূর্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং শুক্লপট্টেন বেষ্টিতাম্।। রজতোদরসংবিষ্টাং কৃত্বা চ ধারয়েৎ সুধীঃ। সংপ্রাপ্য মহতীং লক্ষ্মীমন্তে মদ্দেহরূপধৃক্।। যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন। শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ।। অন্যথা সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ সত্যমেতন্মনোরমে। তবস্নেহান্মহাদেবি কথিতং কবচং শুভম।। ন দেয়ং কদাচিদ্ ভদ্রে যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্। যোঽর্চয়েদ্ গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ করচং মন্মুখোদিতম্। তেনার্চিতা মহাদেবি সর্বে দেবা ন সংশয়ঃ।।

—ইতি ভৈরবতন্ত্রে শ্রীসদাশিবকবচম্ সম্পূর্ণম্—

নমো গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকরম্ এষোঽর্ঘ্যঃ ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।" মন্ত্রে কপালে ঠেকাইয়া সূর্য্যের উদ্দেশে তাম্রটাটে দিয়া প্রণাম করিবেন।

সূর্য্যার্ঘ্য (ঋগ্বেদীয়)—পূর্ব্ববৎ অর্ঘ্য সাজাইয়া—"ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্, ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে।। এহি সূর্য্যো সহস্রাংশো তেজোরাশো জগৎপতে। অনুকম্পয় মাং ভক্তং, গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর।। ওঁ হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরিক্ষ সদ্ধোতা বেদিসদতিথির্দুরোণসৎ, নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ।।" এষোঽর্ঘ্যঃ ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।।" মন্ত্রে অর্ঘ্যটি সূর্য্যের উদ্দেশে তাম্রটাটে দিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।।" অতঃপর স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন—কুশীতে আতপ তণ্ডুল লইয়া বামহস্তের তালুতে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক স্বস্তিবাচন মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক মৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্।।"

"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক মৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।"

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক মৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা কর্মাণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্।।"

অতঃপর স্ব-স্ববেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিতে করিতে ঘণ্টাধ্বনি সহকারে আতপ তণ্ডুল বিকিরণ করিবেন।

স্বস্তিসূক্ত (সাম)—"ওঁ সোমং রাজানং বরুণ মগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্।। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।"

স্বস্তিসূক্ত (যজুঃ)—"ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিগুঁ হবামহে, প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিগুঁ হবামহে। নিধীনাং ত্বা নিধীপতিগুঁ হবামহে বসো মম।। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি ন পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।"

স্বস্তিসূক্ত (ঋগ্বেদী)—"ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ, স্বস্তি দেব্যদিতিরণর্বনঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ, স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা। ওঁ স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রুবামহৈ, সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্বগণং স্বস্তয়ে, স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ।। ওঁ বিশ্বেদেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে, বৈশ্বানরো বসুরাগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অবন্ত্বভবঃ স্বস্তয়ে, স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বং হসঃ। ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণা, স্বস্তি পথ্যে রেবতি। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ, স্বস্তি নো অদিতে কৃধি। ওঁ স্বস্তি পন্থামনুচরেম, সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দদতাঘ্নতাং জানতা সঙ্গমেমহি। ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং, মহদ্ভূতং বায়সং দেবতানাং (দেবানাম্)। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু বৃহদযশো নাবমিবারুহেম। ওঁ অংহো মুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ, স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যম্। প্রয়তপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে, স্বস্তি সম্বাধেস্বভয়ং নো অস্তু।। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।" অতঃপর সাঙ্ক্যমন্ত্র পাঠ করিবেন। ইহা ত্রিবেদীয়েরই পাঠ্য।

সাঙ্ক্যমন্ত্র—করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ, সন্ধ্যেভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনোদিক্‌পতির্ভূমিরা-কাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পেধ্বমিহ সন্নিধিম্।।" অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—তাম্রপাত্রে (কুশীতে) জল, তিল, হরিতকী, আতপ তণ্ডুল, কুশত্রিপত্র ও পুষ্প লইয়া বামহস্তের তালুতে রাখিয়া

অগ্নিরশ্মি জন্মনা জাতবেদা, ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্ অর্কস্ত্রিধাতু রক্ষসো বিমানোঽজস্রো ঘর্মো হবিরস্মিনাম্।।" কুশোদক— "ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং, বাজে বাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে।।" অতঃপর গায়ত্রী পাঠপূর্বক একীকরণ করিবেন।

অতঃপর শোধিত পঞ্চগব্যদ্বারা শিবলিঙ্গকে স্নান করাইয়া, পঞ্চগব্যদ্বারা পূজাস্থানাদি শোধন করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

সামান্যার্ঘ্য স্থাপন—সম্মুখের ভূমিতে জলদ্বারা একটি নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া মণ্ডলে পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ কূর্মায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।" অতঃপর "ফট্" মন্ত্রে কোশা প্রক্ষালনপূর্বক মণ্ডলে স্থাপনপূর্বক "নমঃ" মন্ত্রে কোশা জলপূর্ণ করিবেন। অতঃপর কোশাগ্রে বিল্বপত্র, দূর্বা, আতপ তণ্ডুল ও গন্ধপুষ্প দিয়া অঙ্কুশমুদ্রাযোগে তীর্থাবাহন করিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্দু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।" অতঃপর কোশার জলে ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া, মৎস্যমুদ্রাদ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক "ওঁ জুঁ সঃ।" এই মূলমন্ত্র দশবার জপ করিয়া উক্ত জলদ্বারা নিজেকে ও পূজোপকরণসমূহ অভ্যুক্ষণ করিবেন। অতঃপর দ্বারপূজা করিবেন।

দ্বারপূজা—"ফট্" মন্ত্রে কোশার জলদ্বারা দ্বারদেশ অভ্যুক্ষণপূর্বক দ্বারদেবতাগণের আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ দ্বার-দেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুদ্ধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীতঃ।।" ইহার পর পূর্বাদিক্রমে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নন্দিনে নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ মহাকালায় নমঃ। ওঁ গণেশায় নমঃ। ওঁ ভৃঙ্গিনে নমঃ। ওঁ বৃষভায় নমঃ। ওঁ স্কন্দায় নমঃ। ওঁ পার্বতীশায় নমঃ। ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ।" অতঃপর বিঘ্নাপসারণ করিবেন।

বিঘ্নাপসারণ—"ওঁ জুঁ সঃ।" এই মূলমন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্যবিঘ্ন, "ওঁ অস্ত্রায় ফট্।" মন্ত্রে সামান্যার্ঘ্যের জলদ্বারা অন্তরীক্ষের বিঘ্ন, বামপদের গোড়ালী দ্বারা ভূমিতে তিনবার আঘাত করিয়া ভৌমবিঘ্ন অপসারণ করিয়া বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করিবেন।

গ্রন্থিবন্ধ—মন্ত্র, যথা—"ওঁ মণিধরি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা।" এই মন্ত্র পাঠপূর্বক বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করিয়া, "ফট্" মন্ত্রে কিঞ্চিৎ আতপ তণ্ডুল সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া, মন্ত্র পাঠান্তে পূর্বদিকে বিকিরণ করিবেন। যথা—"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া।।" অতঃপর মাষভক্তবলি দিবেন।

মাষভক্তবলি—নব মৃৎপাত্রে, বিল্বপত্রে বা কদলীপত্রে আতপ তণ্ডুল, মাষকলাই ও দধি দিয়া ভূতগণের আবাহন করিবেন। যথা—"ভূতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত" ইত্যাদি। এইরূপে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা আবাহনপূর্বক—"এষ গন্ধঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" "বং এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" তিনবার এই মন্ত্র পাঠান্তে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মাষভক্তবলয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ভূতাদিভ্যো নমঃ। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া, করযোড়ে—পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ।। পূজিতা গন্ধপুষ্পাদৈর্বলিভিস্তর্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাদ্ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্।।" অতঃপর এক গণ্ডূষ জল লইয়া—"ওঁ ভূতাদয় ক্ষমধ্বম্।" মন্ত্রে ভূতগণের বিসর্জন করিয়া কিছু শ্বেতসর্ষপ ও আতপ তণ্ডুল লইয়া "ফট্" মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্র পাঠান্তে চর্তুর্দিকে বিকিরণ করিবেন। যথা—"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা, যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া।।" অতঃপর আসনশুদ্ধি করিবেন।

আসনশুদ্ধি—আসনের বামে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।" মন্ত্রে পুষ্পটি আসনে দিয়া আসন ধরিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ অস্য আসনোপবেশন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দো কূর্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা তঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্।।"

অধর্মায় নমঃ। (বামপার্শ্বে) ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। (নাভিতে) ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। (দক্ষিণপার্শ্বে) ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। (পুনর্হৃদয়ে) ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, সং সত্ত্বায় নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আত্মনে নমঃ, অং অন্তরাত্মনে নমঃ, পং পরমাত্মনে নমঃ, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। (হৃৎপদ্মে পূর্বাদি অষ্টকেশরে) ওঁ বামায়ৈ নমঃ, ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ, ওঁ রৌদ্র্যৈ নমঃ, ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ, ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ বলবিকরণ্যৈ নমঃ, ওঁ বলপ্রমথন্যৈ নমঃ। (মধ্যে) ওঁ মনোন্মন্যৈ নমঃ। (তদুপরি) ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মশক্তিযুক্তায়ানন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ॥" অতঃপর ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন।

ঋষ্যাদিন্যাস—"অস্য মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রস্য কহোল ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ো দেবতা মৃত্যুনিবারণার্থে (মহারোগ প্রশমনার্থে বা) বিনিয়োগঃ। শিরসি—"ওঁ কহোলায় ঋষয়ে নমঃ।" মুখে—"ওঁ গায়ত্র্যৈচ্ছন্দসে নমঃ।" হৃদয়ে—"ওঁ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ॥" অতঃপর অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবেন।

অঙ্গন্যাস—"ওঁ সং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ সীং শিরসে স্বাহা। ওঁ সূং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ সৈং কবচায় হুং। ওঁ সৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ সঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥"

করন্যাস—"ওঁ সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ সীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ সূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ সৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ সৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥" অতঃপর ব্যাপকন্যাস করিবেন।

ব্যাপকন্যাস—"ওঁ জুঁ সঃ" মন্ত্রে সাতবার অথবা পাঁচবার ব্যাপকন্যাস করিয়া কূর্মমুদ্রাযোগে সচন্দন পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন।

ধ্যান—"ওঁ চন্দ্রার্কাগ্নিবিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্তস্থিতম্। মুদ্রাপাশমৃগাক্ষ-সূত্র-বিলসৎ পাণিং হিমাংশুপ্রভম্॥ কোটিরেন্দুগলৎসুধাপ্লুততনুঃ হারাদিভূষোজ্জ্বলম্। কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়েৎ॥

ধ্যানান্তে পুষ্পটি নিজমস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিবেন।

মানসোপচারে পূজা—উপরোক্ত ধ্যানান্তে স্বমস্তকে পুষ্প দিয়া হৃৎপদ্মমধ্যে কল্পিতপীঠে তেজোময় দেবতারূপ চিন্তা পূর্বক মানসোপচারে পূজা করিবেন। কুণ্ডলিনী পত্রস্থ জল—পাদ্য, মন— অর্ঘ্য, সহস্রদল কমলামৃত— আচমনীয়, চতুর্বিংশতি তত্ত্বাত্মক অহিংসাদি নির্মলগুণাত্মক— পুষ্প, প্রাণবায়ু— ধূপ, তেজোরূপ দীপ্তি— দীপ, সুধারসাম্বুধি— নৈবেদ্য, আকাশরূপ— চামর, সূর্য্যাত্মক— দর্পণ, চন্দ্রাত্মক— ছত্র, অনাহত ধ্বনিরূপ— ঘণ্টা নিবেদন করিবেন। অতঃপর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন—স্ববামে অধোমুখ ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া তদুপরি ত্রিপদিকা স্থাপনপূর্বক "ফট্" মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন করিয়া ত্রিপদিকায় স্থাপন করিয়া "নমঃ" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প, দূর্বা, বিল্বপত্র, অক্ষতাদি দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া বিলোম মাতৃকা মন্ত্রে উহাতে জল দিবেন। যথা—"ওঁ ক্ষং নমঃ।" এইক্রমে আদিতে 'ওঁ' অন্তে 'নমঃ' যোগ করিয়া 'লং হং সং ষং শং বং লং রং যং, মং ভং বং ফং পং, নং ধং দং থং তং, ণং ঢং ডং ঠং টং, ঞং, ঝং জং ছং চং, ঙং ঘং গং খং কং, অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৯ৢং ৯ং ঋৄং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং।" অতঃপর "ওঁ জুঁ সঃ" মন্ত্রে জল পূরণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ।" মন্ত্রে ত্রিপদিকায়। "এতে গন্ধপুষ্পে অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ।" মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রে। "এতে গন্ধপুষ্পে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ।" মন্ত্রে জলে পূজা করিয়া অঙ্কুশমুদ্রাদ্বারা জলে তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।" অতঃপর ঐ জলকে দেবতারূপ চিন্তা করিয়া "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা, "বষট্" মন্ত্রে গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া, "বৌষট্" মন্ত্রে জল

গালিনীমুদ্রা

প্রদর্শন করিয়া পূজনীয় দেবতার অঙ্গমন্ত্রে তদুপরি গন্ধপুষ্প প্রদান করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাং হৃদয়ায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সীং শিরসে স্বাহা। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সূং শিখায়ৈ বষট্। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সৈং কবচায় হুং। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥" অতঃপর পীঠদেবতার আবাহনপূর্বক পীঠপূজা করিবেন।

পীঠপূজা—"ওঁ পীঠদেবতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত, ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধ্বত্ত, ইহসন্নিরুদ্ধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত।" এইরূপে আবাহনপূর্বক পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।" এইক্রমে—"প্রকৃত্যৈ, কূর্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, রত্নদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়। (অগ্নিকোণে) ধর্মায়। (নৈর্ঋতে) জ্ঞানায়। (বায়ুকোণে) বৈরাগ্যায়। (ঈশানকোণে) ঐশ্বর্য্যায়। (পূর্বে) অধর্মায়। (দক্ষিণে) অজ্ঞানায়। (পশ্চিমে) অবৈরাগ্যায়। (উত্তরে) অনৈশ্বর্য্যায়। (মধ্যে) অনন্তায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে, বামায়ৈ, জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, কাল্যৈ, বলবিকরণ্যৈ, বলপ্রমথিন্যৈ, সর্বভূতদমন্যৈ। (মধ্যে) মনোন্মন্যৈ, ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মশক্তিযুক্তায়ানন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ॥" এইরূপে সর্বত্র আদিতে "ওঁ" এবং অন্তে "নমঃ" যোগে পূজা করিয়া, "সাং" মন্ত্রে করাঙ্গন্যাস করিবেন।

অঙ্গন্যাস—"সাং হৃদয়ায় নমঃ। সীং শিরসে স্বাহা। সূং শিখায়ৈ বষট্। সৈং কবচায় হুং। সৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।"

করন্যাস—"সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। সীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। সূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। সৈং অনামিকাভ্যাং হুং। সৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ ॥"

উক্তরূপে অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া কূর্মমুদ্রাযোগে পুষ্প গ্রহণ করিয়া পুনরায় ধ্যানান্তে পুষ্পটি শিবলিঙ্গে দিয়া আবাহন করিবেন।

আবাহন—"ওঁ জুঁ সঃ ভগবন্ মৃত্যুঞ্জয় ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ্।" অতঃপর ষড়ঙ্গ পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে সং হৃদয়ায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে সীং শিরসে স্বাহা। এতে গন্ধপুষ্পে সূং শিখায়ৈ বষট্। এতে গন্ধপুষ্পে সৈং কবচায় হুং। এতে গন্ধপুষ্পে সৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। এতে গন্ধপুষ্পে সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥" অতঃপর "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা, "বং" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা এবং যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া, পরমীকরণমুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া লেলিহানমুদ্রাদ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন।

যোনিমুদ্রা

পরমীকরণমুদ্রা

লেলিহানমুদ্রা

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—"ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দেবতায়াঃ জীব ইহস্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং

সং হৌং হং সঃ শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দেবতায়াঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি ইহস্থিতানি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সং হৌং হং সঃ শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দেবতায়াঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরন্তিষ্ঠন্তু স্বাহা। ওঁ মনোজুতির্জুষতা মাজ্যস্য, বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু, বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তা মোং প্রতিষ্ঠ। ওঁ অস্মৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্মৈ প্রাণঃ ক্ষরন্তু চ। অস্মৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা॥ ওঁ হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিসদিতিথির্দুরোনসৎ। নৃষাদ্বর সদৃত সদ্ব্যোম সদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ। ওঁ প্রতদ্ বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেন, মৃগো ন ভীমা কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। অস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণে স্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা। ওঁ বিষ্ণুর্যোনি কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আষিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতুতে। ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥"

অতঃপর তিনবার তর্পণ করিবেন।

তর্পণ—রক্তচন্দন মিশ্রিত জলদ্বারা তত্ত্বমুদ্রায় তিনবার তর্পণ করিবেন। যথা—"ওঁ জুঁ সঃ শ্রীমৃত্যুঞ্জয়দেবতাং তর্পয়ামি স্বাহা॥" অতঃপর প্রধান পূজা করিবেন।

প্রধান পূজা—রজতাসন—"বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্বক কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করতঃ "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ। ওঁ সর্বান্তর্য্যামিনে দেব সর্ববীজময়ং ততম্। আত্মস্থায় পরং শুদ্ধমাসনং কল্পয়াম্যহম্॥ ইদং রজতাসনং ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ॥" স্বাগত—"ওঁ মৃত্যুঞ্জয় শিব স্বাগতম্। ওঁ কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতন্তু মে। সদাগতোঽসি দেবেশ চিদানন্দময়াব্যয়॥ ওঁ জুঁ সঃ ভগবন্ মৃত্যুঞ্জয় সুস্বাগতম্॥" পাদ্য—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—"ওঁ যদ্ভক্তিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসম্ভবঃ। তস্য তে পরমেশান পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে॥ এতৎ পাদ্যং ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ॥" অর্ঘ্য— পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—"ওঁ তাপত্রয় হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণম্। অপত্রয়বিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহম্। ইদমর্ঘ্যং ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ স্বাহা॥" আচমনীয়—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—"ওঁ দেবানামপি

দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে। আচামং কল্পয়ামীশ সুধায়াঅ শ্রুতিহেতবে॥ ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ স্বধা॥" মধুপর্ক—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—"ওঁ সর্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণসুখাত্মনে। মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥ এষ মধুপর্কঃ ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ স্বধা॥" পুনরাচমনীয়—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—"ওঁ উচ্ছিষ্টোপ্যশুচির্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ। শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্॥ ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ স্বধা॥" স্নানীয়—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—"ওঁ পরমানন্দবোধাব্ধি নিমগ্ন নিজমূর্তয়ে। সাঙ্গোপাঙ্গোমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশ তে॥ ইদং স্নানীয়ং ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ॥" বস্ত্র—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—"ওঁ মায়াচিত্র পটাচ্ছন্ন নিজগুহ্যোরুতেজসে। নিরাবরণবিজ্ঞায় বাসস্তে কল্পয়াম্যহম্॥ ইদং বস্ত্রং ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ॥" উত্তরীয়—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—"ওঁ যমশ্রিত্য মহামায়া জগৎসম্মোহিনী সদা। তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কম্॥ ইদমুত্তরীয়কং ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ॥" যজ্ঞোপবীত—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—"ওঁ যস্য শক্তিত্রয়েণেদং সংপ্রোতমখিলং জগৎ। যজ্ঞসূত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পয়ে॥ ইদং যজ্ঞসূত্রম্ ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ॥" আভরণ—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—"ওঁ স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানশক্ত্যাশ্রয়ায় তে। ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়ামি সুরার্চিত॥ ইদং রজতাভরণং (স্বর্ণাভরণং বা) ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ॥" গন্ধ—গন্ধপুষ্প লইয়া পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—"ওঁ পরমানন্দ সৌরভ্যং পরিপূর্ণ দিগান্তর। গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর॥ এষ গন্ধঃ ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ॥" পুষ্প—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—"ওঁ পরমানন্দ সৌরভ্যং পরিপূর্ণ দিগান্তর। গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর॥ এষ গন্ধঃ ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ॥" পুষ্প—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—"ওঁ তুরীয়বনসম্ভুতং নানাগুণমনোহরম্। আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্॥ ইদং পুষ্পম্ ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ বৌষট্॥" সচন্দন বিল্বপত্র— পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—"এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রম্ ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ॥" ধূপ— পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—"ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ং সর্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ এষ ধূপঃ ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায়

দেবতায়ৈ স্বাহা।।" দীপ—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—"ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।। এষ দীপঃ ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ স্বাহা।।" নৈবেদ্য—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—"ওঁ সৎপাত্রসিদ্ধং সুহবির্বিবিধানেক ভক্ষণম্। নিবেদয়ামি দেবেশ সানুগায় গৃহাণ তৎ।। এতন্নৈবেদ্যং ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ স্বাহা।।" পানীয়—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—"ওঁ সমস্তদেবদেবেশ সর্বতৃপ্তিকরং পরম্। অখণ্ডানন্দসম্পূর্ণং গৃহাণ জলমুত্তমম্।। ইদং পানীয়ং ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ।।" পুনরাচমনীয়—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—"ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ। শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্।। ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ।।" তাম্বুল—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—"ওঁ দোষত্রয়হরং দিব্যং কর্পূরাদি সুবাসিতম্। ময়া নিবেদিতং দেব তাম্বুলমিদমুত্তমম্।। ইদং সোপকরণ তাম্বুলং ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ।।" পুষ্পমাল্য—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—"ওঁ সূত্রেণ গ্রথিতং মাল্যং নানাপুষ্পোপশোভিম্। শ্রীযুক্ত লম্বমানঞ্চ গৃহাণ পরমেশ্বর।। ইদং পুষ্পমাল্যং ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ।।"

বিঃ দ্রঃ—"ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ" স্থলে—"ওঁ জুঁ সঃ শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ায় শিবায় নমঃ।" মন্ত্রেও উপচারসকল দান করিতে পারেন।

অতঃপর অষ্টোত্তর শত (১০০৮) সংখ্যক রক্তচন্দন মিশ্রিত বিল্বপত্র লইয়া—"ওঁ এতাভ্যঃ সচন্দন অষ্টোত্তর সহস্র বিল্বপত্রেভ্যো নমঃ।" মন্ত্র বারত্রয় পাঠপূর্বক কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতাভ্য অষ্টোত্তর সহস্রসংখ্যক বিল্বপত্রেভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া, এতদধিপতয়ে ওঁ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরায় নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় "ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ (ওঁ জুঁ সঃ শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ায় শিবায় নমঃ বা)।" মন্ত্রে সম্প্রদানপূর্বক—"এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রম্ ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ (ওঁ জুঁ সঃ শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ায় শিবায় নমঃ বা) মন্ত্রে দানপূর্বক দেবতার মস্তক, হৃদয়, মূলাধর, পাদ ও সর্বাঙ্গে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন। যথা—"এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ।" অতঃপর অনুজ্ঞা লইয়া

আবাহনান্তে আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবেন।

অনুজ্ঞা—"ওঁ ভগবন্ মৃত্যুঞ্জয়! আবরণন্তে পূজয়ামিঃ।"

আবরণ পূজা—প্রথমে আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ আবরণদেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, ইহসন্নিরুদ্ধধ্যম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্ণীত।।" এইরূপে আবাহনপূর্বক—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাং হৃদয়ায় নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ সীং শিরসে স্বাহা। ওঁ সূং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ সৈং কবচায় হুং। ওঁ সৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।।" অতঃপর গুরুপংক্তি পূজা করিবেন।

গুরুপংক্তি পূজা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ ঐং পরমগুরবে নমঃ। ওঁ ঐং পরাপর গুরবে নমঃ। ওঁ ঐং পরমেষ্ঠীগুরবে নমঃ।।" অতঃপর ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পূজা করিবেন।

ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পূজা—(পূর্বে) ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে বজ্রহস্তায় সবাহনপরিবারায় নমঃ। (অগ্নিকোণে) ওঁ রাং অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে শক্তিহস্তায় সবাহনপরিবারায় নমঃ। (দক্ষিণে) ওঁ যাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে দণ্ডহস্তায় সবাহনপরিবারায় নমঃ। (নৈর্ঋত কোণে) ওঁ ক্ষাং নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে খড়্গহস্তায় সবাহনপরিবারায় নমঃ। (পশ্চিমে) ওঁ বাং বরুণায় যাদসাম্পতয়ে পাশহস্তায় সবাহনপরিবারায় নমঃ। (বায়ুকোণে) ওঁ বাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে অঙ্কুশহস্তায় সবাহনপরিবারায় নমঃ। (উত্তরে) ওঁ কাং কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে গদাহস্তায় সবাহনপরিবারায় নমঃ। (ঈশানে) ওঁ হাং ঈশানায় গণাধিপতয়ে শূলহস্তায় সবাহনপরিবারায় নমঃ। (কর্ণিকাতে) ওঁ ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে পদ্মহস্তায় সবাহনপরিবারায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নাগাধিপতয়ে চক্রহস্তায় সবাহনপরিবারায় নমঃ।" অতঃপর অস্ত্রাদির পূজা করিবেন।

অস্ত্রাদির পূজা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বজ্রায় নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ শক্তয়ে নমঃ। ওঁ দণ্ডায় নমঃ। ওঁ খড়্গায় নমঃ। ওঁ পাশায় নমঃ। ওঁ অঙ্কুশায় নমঃ। ওঁ গদায়ৈ নমঃ। ওঁ শূলায় নমঃ। ওঁ চক্রায় নমঃ। ওঁ পদ্মায় নমঃ।" এইরূপে পূজা করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মৃগাক্ষায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সূত্রায় নমঃ।" অতঃপর অষ্টমূর্তির

পূজা করিবেন।

অষ্টমূর্ত্তি পূজা—(পূর্বে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বায় ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ। এইক্রমে (ঈশান কোণে) ওঁ ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ। (উত্তরে) ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ। (বায়ুকোণে) ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ। (পশ্চিমে) ওঁ ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ। (নৈর্ঋতে) ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ। (দক্ষিণে) ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ। (অগ্নিকোণে) ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্তয়ে নমঃ।'' এইরূপে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজাপূর্বক—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বৃষভায় নমঃ।'' এইক্রমে—''ওঁ নন্দিনে নমঃ। ওঁ ভৃঙ্গিনে নমঃ।'' অতঃপর ''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সায়ুধবাহনপরিবারায়ৈ শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কহোল ঋষয়ে নমঃ।'' মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক—প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস, অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস করিয়া যথাশক্তি ''ওঁ জুঁ সঃ'' মূলমন্ত্র জপপূর্বক, ''গুহ্যাতিগুহ্য'' ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া কবচাদি পাঠ করিবেন।

মৃত্যুঞ্জয় কবচম্

শ্রীপার্বত্যুবাচ—ব্রহ্মাদিদেববৃন্দেশ তপোময় জগৎপতে। যদ্ধৃত্বা পুত্রবান্ মর্ত্যো নারী পুত্রবতী ভবেৎ।। কথয়স্ব মহাদেব যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি।। শ্রীশিব উবাচ—মৃত্যুঞ্জয়শ্চ কবচং দেবানামপি দুর্লভম্। কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠে সাবধানাবধারয়।। কবচং দেবদেবস্য ত্রৈলোক্যহিতকারকম্। পঠনাদ্ধারণান্নারী পুরুষো বাপি নিত্যশঃ।। নাপমৃত্যুমবাপ্নোতি সুতিনী পুত্রবান্ ভবেৎ।। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় কবচস্য করালভৈরবঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীমহারুদ্রো দেবতা চিরজীবি পুত্রপ্রাপ্ত্যর্থং জপধারণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মৃত্যুঞ্জয়ঃ শিরঃ পাতু কেশান্ কামাঙ্গনাশনঃ। কপালং কালিকানাথঃ কপোলৌ পাতু ভৈরবঃ।। নেত্রে নারায়ণসখঃ কর্ণৌ মে কালিকাপতিঃ। নালিকে ভীষণঃ পাতু বদনং বক্ষসাং প্রিয়ঃ।। দন্তান্ কপালবানোষ্ঠাধরং পাতু ত্রিলোচনঃ। সোমার্দ্ধধারী চিবুকং গলং বিশ্বেশ্বরো বিভুঃ।। কপর্দী হৃদয়ং পাতু বৃক্কং বুদ্ধিবিবর্ধকঃ। হস্তো শূলী সদা পাতু নখান্ গঙ্গাধর স্বয়ম্।। অষ্টসিদ্ধিপ্রদঃপাতু স্তনাবুদরদেশকং। যোনিং দিগম্বরঃ পাতু গুদং জঙ্ঘে শশীশিখঃ। কটিং দশাননশ্রীদো গুলফং পার্শ্বং স্ত্রিশূলাধৃক। পাদাঙ্গুলীঃ

পাতু হ্রীশঃ সর্বাঙ্গং বিশ্বলোচনঃ।। ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ন বীর্য্যং বামলোচনে। তস্মাৎ রহস্যং দেবেশি ভক্ত্যা এবময়োদিতম্।। ধারণীয়ং সদা দেবি পঠনীয়ং পরাৎপরম্। গোপনীয়ং প্রযত্নেন স্বয়োনিরিব পার্বতি।। ভূর্জে বিলিখ্য কবচং শাতকৌম্ভেন বেষ্টয়েৎ। পূরয়িত্বা যথান্যায়ং ধারয়েৎ কণ্ঠদেশকে। অথবা দক্ষিণে বাহৌ নারী বামভুজে তথা।। বিভৃয়াৎ কবচনং দিব্যং সুরকরস্তমোপহম্। যো ধারতি পুণ্যাত্মা সোঽপি পুণ্যবতাংবরঃ।। মার্কণ্ডেয়মিবায়ুস্মৎপুত্রং প্রাপ্নোতি নিশ্চয়ম্। বায়তুল্যবলং লোকে রূপেণ মদনোপম।। কুবের ইব বিত্তাঢ্যং সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।। বন্ধ্যা চ কাকবন্ধ্যা বা নষ্টপুষ্পা চ বা ভবেৎ। চিরজীবী বহ্বপত্যা সা ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ।। ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ। দূরদেব পলায়ন্তে দ্বীপীদ্বীপান্তরং ধ্রুবম্।। যস্মিন্ দেশে চ কবচং গেহে বা যদি তিষ্ঠতি। তৎ দেশস্ত পরিত্যজ্য প্রয়ান্তি চাতি দূরতঃ।।—ইতি সম্মোহনতন্ত্রে পার্বতী-শিবসংবাদে মৃত্যুঞ্জয় কবচং সমাপ্তম্। ওঁ তৎসৎ।।

হোমবিধি

একহস্ত পরিমিত উচ্চ, সমচতুষ্কোণ, দীর্ঘ্যে প্রস্থে চারিহস্ত, পূর্ব ও উত্তরভাগে কিঞ্চিৎ নিম্নভাবে কেশ-তুষাঙ্গারাদিরহিত সম-চতুর্হস্ত পরিমাণ বালুকা ব্যাপ্ত করিয়া বীক্ষণাদি সংস্কার করিবেন। যথা—''ওঁ জু সঃ'' মন্ত্রে স্থণ্ডিল অবলোকন, ''ফট্'' মন্ত্রে কুশত্রিপত্র দ্বারা তাড়ন এবং ''ওঁ জুঁ সঃ'' মন্ত্রে স্থণ্ডিল প্রোক্ষণ করিয়া ''হূং'' মন্ত্রে পুনরায় অভ্যুক্ষণ করিবেন।

অতঃপর—''ওঁ জুঁ সঃ কুণ্ডায় নমঃ।'' মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা স্থণ্ডিলে পূজা করিয়া পূর্বাগ্র ও উত্তরাগ্র তিন তিনটি রেখা দিবেন। পূর্বাগ্র রেখা তিনটিতে দক্ষিণাদিকাদি ক্রমে পূজা করিবেন। যথা—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মুকুন্দায় নমঃ।'' এইক্রমে—''ওঁ ঈশানায় নমঃ। ওঁ পুরন্দরায় নমঃ।'' অতঃপর উত্তরের রেখা তিনটিতে—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।'' এইক্রমে—''ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ। ওঁ ইন্দবে নমঃ।'' মন্ত্রে পূজা করিবেন।

অনন্তর স্থণ্ডিলমধ্যে ষট্‌কোণ অর্থাৎ নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডলোপরি উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল, তদ্বাহ্যে বৃত্ত অষ্টদল পদ্ম ও

"এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় শিবায় নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি
তদ্বাহ্যে চতুর্দ্বার বিশিষ্ট চতুষ্কোণ অঙ্কন করিয়া তদুপরি— (কর্ণিকোপরি) "এতে
দিয়া "ওঁ" মন্ত্রে হোমের দ্রব্যসকল প্রোক্ষণ করিয়া বহ্নির যোগপীঠের অর্চনা করিবেন। যথা— "ধর্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়।"
গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্ত্যাদি পীঠদেবতাভ্যো নমঃ।" এইক্রমে (অগ্ন্যাদি কোণচতুষ্টয়ে) অং অর্কমণ্ডলায়
(পূর্বাদি দিকচতুষ্টয়ে) "অধর্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়।" (মধ্যে) "অনন্তায়, পদ্মায়, "পীতায়ৈ,
দ্বাদশকলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে।" (কেশর ও পূর্বাদি মধ্যে)
শ্বেতায়ৈ, অরুণায়ৈ, কৃষ্ণায়ৈ, ধূম্রায়ৈ, তীব্রায়ৈ, স্ফুলিঙ্গিন্যৈ, রুচিরায়ৈ, জ্বালিন্যৈ, বং বহ্ন্যাসনায়।" এইরূপে আদিতে "ওঁ",
অন্তে "নমঃ" যোগে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। অতঃপর পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন। যথা—"ওঁ বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং
নীলেন্দীবরলোচনাম্। বাগীশ্বরেণ সংযুক্তা ক্রীড়াভাব-সমন্বিতাম্॥" "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর সহিত বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ।"
এইরূপে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

অতঃপর অগ্নিগ্রহণপূর্বক—"ওঁ জুঁ সঃ" মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক "বৌষট্" মন্ত্রে অগ্নিকে অভিমন্ত্রিত করিয়া ও অবলোকন করিয়া "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে আবাহনপূর্বক "ওঁ জুঁ সঃ" মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া—"হূং ফট্ অব্যাদেভ্যঃ স্বাহা।" মন্ত্রে ক্রব্যাদাংশ (প্রজ্বলিত অগ্নির কিয়দংশ) পরিত্যাগ করিবেন। পরে "ফট্" মন্ত্রে বহ্নিরক্ষণ "হূং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন ও "রং" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া উভয় হস্তে অগ্নিধারণপূর্বক কুণ্ডোপরি তিনবার ভ্রমণ করাইয়া জানুদ্বারা ভূমি স্পর্শপূর্ব্বক বহ্নিকে শিববীজ চিন্তা করিতে করিতে কুণ্ডের মধ্যস্থলে আত্মাভিমুখে স্থাপন করিবেন।

অতঃপর "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং বহ্নিমূর্তয়ে নমঃ।" মন্ত্রে পূজাপূর্বক "বং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ।" মন্ত্রে বহ্নির চৈতন্য সংযোজন করিয়া—"ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বজ্ঞাপয় স্বাহা॥" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া বহ্নি প্রজ্বলিত করিবেন। পরে করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্॥"
অতঃপর "অগ্নে ত্বং মৃত্যুঞ্জয় দেবতা নামাসি।" মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করিয়া—"ওঁ বৈশ্বানরো জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ

সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা।" এই মন্ত্রে অর্ঘ্যাদি উপচার অথবা পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া —"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অগ্নের্হিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ। অগ্নি ষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে ইত্যাদষ্টমূর্তিভ্যো নমঃ। (তদ্বাহ্যে) ওঁ ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ। (তদ্বাহ্যে) ওঁ পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ। (তদ্বাহ্যে) ওঁ ইন্দ্রাদি লোকপালেভ্যো নমঃ। (তদ্বাহ্যে) ওঁ বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ।"

অতঃপর প্রাদেশ প্রমাণ পত্রদ্বয়দ্বারা (পবিত্র) ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপপূর্বক বাম, দক্ষিণ ও মধ্যভাগে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী চিন্তা করতঃ ঘৃতপাত্রের বাম, দক্ষিণ এবং মধ্যভাগ হইতে ঘৃত লইয়া—"ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।" মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণনেত্রে, বামভাগ হইতে ঘৃত লইয়া—"ওঁ সোমায় স্বাহা।" মন্ত্রে বামনেত্রে, মধ্যস্থল হইতে ঘৃত লইয়া—"ওঁ অগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহা।" মন্ত্রে ললাটনেত্রে হোম করিবেন। অতঃপর "ওঁ অগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহা।" মন্ত্রে ঘৃতাহুতি দিয়া, পুনরায় "নমঃ" মন্ত্রে দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত লইয়া—"ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা।" মন্ত্রে অগ্নির মুখে হোম করিবেন। অতঃপর মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। যথা—"ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা।"

অতঃপর—"ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা।" এই মন্ত্রে তিনবার আহুতি দিবেন। অতঃপর অগ্নিতে পূজা করিবেন। যথা—"ওঁ পীঠদেবতাসহ ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় শিবায় নমঃ।" অতঃপর "ওঁ জুঁ সঃ" মূলমন্ত্রে পঞ্চবিংশতি (২৫) বার ঘৃতাহুতি দিবেন। অতঃপর দেবতার সহিত অগ্নির একত্ব চিন্তা করিয়া "ওঁ জুঁ সঃ" মূলমন্ত্রে একাদশ (১১) বার আহুতি দিবেন। তৎপরে "ওঁ মূলমন্ত্রসাঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা।" এবং "আবরণদেবতাভ্যঃ স্বাহা।" এই মন্ত্রে হোম করিবেন। অতঃপর সঙ্কল্প করিয়া বিল্বপত্র দ্বারা হোম করিবেন।

সঙ্কল্প—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য) শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ, (দেবীঃ, দাসস্য, দাস্যাঃ বা) শ্রীশ্রীমৃত্যুঞ্জয় শিব প্রীতিকামঃ (স্ত্রীলোক পক্ষে, কামাঃ বা) শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শিব পূজাকর্মণি ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয় শিবায় স্বাহা ইতি মন্ত্রকরণককাষ্ঠোত্তর ইয়ৎ সংখ্যক (সংখ্যা উল্লেখ্য) সাজ্য

বিল্বপত্র সমিদ্ভির্হোমমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।"

অতঃপর বিল্বপত্রের অর্চনা করিবেন। যথা—"ওঁ এতাভ্যঃ সাজ্যবিল্বপত্রেভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করতঃ, "এতে গন্ধপুষ্পে এতাভ্যঃ বিল্বপত্র সমিদ্ভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতাভ্যঃ বিল্বপত্র সমিদ্ভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতাভ্যঃ এতদধিপতয়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরায় নমঃ। সম্প্রদানায় ওঁ জুঁ সঃ মৃত্যুঞ্জয় শিবায় নমঃ।"

অতঃপর এক একটি করিয়া বিল্বপত্র ঘৃতাক্ত করিয়া আহুতি দিবেন। যথা—"ওঁ জুং সঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় শিবায় স্বাহা।"

এইরূপে হোম করিয়া—কুশীতে প্রচুর ঘৃত, কদলী, তাম্বুল, বস্ত্রখণ্ড লইয়া, যজমানসহ উত্থিত হইয়া—"ওঁ জুং স্বঃ মৃত্যুঞ্জয়ায় শিবায় স্বাহা।" মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিয়া, পূর্ণপাত্র উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বং এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ।" মন্ত্রে বারত্রয় অভ্যুক্ষণ করিয়া, "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া, "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ব্রহ্মণে নমঃ।" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া, "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ।" মন্ত্রে অগ্নির বিসর্জন করিবেন তৎপরে "ওঁ পৃথিত্বং শীতলা ভব।" মন্ত্রে দুগ্ধাদি স্থণ্ডিলের ঈশানে দিয়া, কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া, অগ্রে শিবলিঙ্গে, পরে নিজে এবং যজমানকে তিলক দিবেন। যথা—(ললাটে) "ওঁ কাশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং।" (কণ্ঠে) "ওঁ জমদগ্নে ত্র্যায়ুষম্।" (বাহুমূলে) "ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং।" (হৃদয়ে) তন্মেঽস্তু ত্র্যায়ুষম্॥"

বিঃ দ্রঃ—অনেকে "গুলঞ্চ" সমিধ দ্বারা হোমের উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভব না হইলে বিল্বপত্র সমিধই প্রদান করিবেন। অতঃপর দক্ষিণান্ত করিবেন।

দক্ষিণান্ত—একটি পাত্রে দক্ষিণাদ্রব্য রাখিয়া—যথাবিধি অর্চনাপূর্বক উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বিষ্ণু' রোমিত্যাদি শ্রীঅমুক দেবশর্মা ইত্যাদি শ্রীমত্যুঞ্জয় শিবপূজা কর্মণি সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং (রজতখণ্ডং, হরিতকী ফলং বা) শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)।"

অতঃপর প্রণাম ও প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরঃ। যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদাস্তু মে॥ ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরঃ। যৎ পুজিতং ময়া দেবঃ পরিপূর্ণং তদস্তবৈঃ॥ ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বর পূজাধারণ কালে চ পুনরাগমণায় চ॥" "ওঁ মহাদেব ক্ষমস্ব।" মন্ত্রে বিসর্জন করিয়া, ঈশানকোণে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কনপূর্বক, সংহারমুদ্রায় নির্মাল্য লইয়া—আঘ্রাণপূর্বক উক্ত ত্রিকোণে স্থাপনপূর্বক—"ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ।" মন্ত্রে পূজাদি করিয়া সংহারমুদ্রায় শিবলিঙ্গ ঈষৎ কাৎ করিয়া উক্ত ত্রিকোণ মণ্ডলে স্থাপন করিবেন। পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—এক গণ্ডূষ জল লইয়া—"ওঁ কৃতৈতৎ শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা কর্মাচ্ছিদ্রমস্তু।" (ওঁ অস্তু—প্রতিবচন)।

বৈগুণ্য সমাধান—"ওঁ কৃতৈতৎ শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা কর্মাঙ্গীভূত যদ্‌যদ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।" অতঃপর দশবার "ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ।" জপ করিবেন। অতঃপর শান্তিদানাদি করিবেন।

শান্তিমন্ত্র—"ওঁ সুরাস্ত্বামভিসিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ॥ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে। আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো কৈ নৈঋতস্তথা॥ বারুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিকপালাঃ পান্তু তে সদা॥ ওঁ কীর্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ। এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্মপত্ন্যা সমাগতাঃ॥ ওঁ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ। গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ॥ ওঁ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ। দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ॥ অস্ত্রাণি সর্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বশ্চয়ে। ওঁ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। দেবদানবগন্ধর্বা যথারাক্ষসপন্নগাঃ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্মকামার্থ সিদ্ধয়ে॥"

—ইতি মৃত্যুঞ্জয় শিবপূজাবিধি সমাপ্তম্—

মহামৃত্যুঞ্জয় পূজাবিধি

কৃতনিত্যক্রিয় সাধক আচমন, সূর্য্যার্ঘ্যদান, গণেশাদি দেবতার পূজা ও স্বস্তিবাচন করিবেন। যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক শ্রীশ্রীমহামৃত্যুঞ্জয় শিবপূজাকর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" ইত্যাদি। অতঃপর স্ব স্ববেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত ও সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠপূর্বক সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ দেবশর্মা (পরার্থে— অমুকগোত্রস্য অমুকদেবশর্মণঃ, দাসঃ, দাসী বা) মৃত্যুভয়নিবৃত্তিকামঃ (অমুক রোগোপশমনকামো বা) মহামৃত্যুঞ্জয় শিবপূজাকর্মাহং করিষ্যে।"

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সূক্ত পাঠান্তে মৃত্যুঞ্জয় শিবপূজার ন্যায় লিঙ্গগঠন হইতে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম সমাপন করিয়া "হ্রুং" মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন। যথা—"অস্য মন্ত্রস্য বামদেব ঋষিরনুষ্টুপছন্দঃ শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়ো গিরিজাপতির্দেবতা হং বীজং রং শক্তিঃ উং কীলকং আয়ুর্বৃদ্ধিসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ।" মস্তকে—"ওঁ বামদেব ঋষয়ে নমঃ।" মুখে—"ওঁ অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ।" হৃদয়ে—"ওঁ মহামৃত্যুঞ্জয়ো গিরিজাপতয়ে নমঃ।" গুহ্যে—"হং বীজায় নমঃ।" পাদদ্বয়ে—"রং শক্তয়ে নমঃ।" সর্বাঙ্গে—"উং কীলকায় নমঃ।" অতঃপর "হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস এবং "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।" মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া, "হ্রুং" মন্ত্রে ব্যাপকন্যাসপূর্বক ধ্যান করিবেন। যথা—"ওঁ শম্ভুং প্রসন্নবদনং শূলিনং বৃষভাশ্রিতম্। ভবানীবামভাগস্থং নমামি ব্রহ্মরূপিণম্॥" ধ্যানান্তে স্বমস্তকে পুষ্প দিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপনান্তে মৃত্যুঞ্জয় পূজাবৎ পীঠপূজা করিয়া পুনরায় করাঙ্গন্যাসাদি করিয়া পুনর্ধ্যানপূর্বক আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ শ্রীমৃত্যুঞ্জয় গিরিজাপতে দেবতে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনান্তে "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা, "ঠং" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন ও পরমীকরণমুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন। যথা—"ওঁ আং হ্রীং ক্রোং ইত্যাদি শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়স্য গিরিজাপতের্দেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ।"

এইক্রমে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া রক্তচন্দনযুক্ত সামান্যার্ঘ্যের জল লইয়া তত্ত্বমুদ্রায় তিনবার তর্পণ করিবেন। যথা—"ওঁ মহামৃত্যুঞ্জয়ং গিরিজাপতিং দেবতাং তর্পয়ামি।" এইরূপে তিনবার তর্পণ করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। মন্ত্র সমস্তই মৃত্যুঞ্জয়বৎ। বিশেষ— অর্ঘ্যং স্বাহা, আচমনীয়ং স্বধা, স্নানীয়ং নিবেদয়ামি, গন্ধঃ বৌষট্, পুষ্পং বৌষট্, বিল্বপত্রং নমঃ। এইরূপে পূজান্তে মৃত্যুঞ্জয়-পূজাবৎ আবরণাদি, অস্ত্রাদির পূজাপূর্বক তৎপরে পুনরায়—"ওঁ শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়ং গিরিজাপতিং দেবতাং তর্পয়ামি।" মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিয়া, "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।" মন্ত্রে দেবতার ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া, "ওঁ সায়ুধবাহন পরিবারায়ৈ শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয় দেবতায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা বা পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, পুনরায় প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস, করাঙ্গন্যাস করিয়া গুরুপংক্তি প্রণামান্তে "হৌং" এই কুল্লুকা মস্তকে দশবার জপ করিয়া, "ওঁ" মন্ত্র জপদ্বারা মুখ শোধনপূর্বক, "হ্রুং" মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া "গুহ্যাতিগুহ্য" মন্ত্রে জপ সমর্পন করিয়া, পুনঃ প্রাণায়ামপূর্বক কবচাদি পাঠান্তে, তন্ত্রোক্ত হোম সমাপনপূর্বক, দক্ষিণান্ত করিয়া সংহারমুদ্রায় নির্মাল্য লইয়া—"ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ।" মন্ত্রে পূজাপূর্বক—"শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয় গিরিজাপতে দেবতে ক্ষমস্ব।" বলিয়া বিসর্জন করিবেন।

—ইতি মহামৃত্যুঞ্জয় পূজাবিধি—

মহামৃত্যুঞ্জয় কবচম্

শ্রীদেব্যুবাচ—দেবদেব মহেশান ভক্তানুগ্রহকারক। যদি তুষ্টোঽপি মে দেব বদ মৃত্যুঞ্জয়াভিধম্॥ কবচং সর্বসিদ্ধিনাং ধারণং পরমাদ্ভুতম্। দেহশুদ্ধি করং নিত্যং মহামৃত্যুনিবারণম্॥ শ্রীশঙ্করোবাচ—অপ্রকাশ্যমিদং দেবি নরলোকে বিশেষতঃ। লক্ষবারং করিতাপি শ্রীস্বভাবাদ্ধি পৃচ্ছসি॥ অদ্য প্রভৃতি কুত্রাপি ন বাসচিৎ প্রকাশিতম্। তব স্নেহাম্ময়াখ্যাতং নাখেয়ং যস্য বাসচিৎ॥ অস্য শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়ো দেবতা অমুকস্য সর্বরোগমৃত্যুনিবারণার্থে বিনিয়োগঃ। ওঁকারো মে শিরঃ পাতু নকারো মে ললাটকম্। মকারো মে নেত্রযুগ্মং ত্রিবর্ণাত্মা মুখং সদা॥ জিহ্বাং মে সততং পাতু হৌংকারৈকাক্ষারোঽবতু। মায়ারেফ সমাযুক্তো নকুলীশো

হরপ্রিয়া ॥ বিন্দুযুক্তো ত্রিসর্বাত্মা নাসাযুগ্মং সদাবতু। ওঁ হ্রীং হ্রীং নমঃ পাতু বাহুযুগ্মং ষড়ক্ষরঃ ॥ ওঁ জুঁ হুঁ সঃ সদা পাতু হসৌ সোঽহং ধ্রুবান্তকঃ। অষ্টাক্ষরো মহামায়া পাণিযুগ্মং মহেশ্বরঃ ॥ ওঁ শঙ্করায় জঠরং নমঃ স্বাহা নবাক্ষরঃ। নাভিং মে সততং পাতু মহামৃত্যুনিবারকঃ ॥ ওঁ হ্রীং হ্রুং কটিদ্বন্দ্বং হৌং জুঁ সঃ হস্তপৃষ্ঠকম্। স্বাহা দশাক্ষরো মন্ত্রো মুষ্কযুগ্মং সদাবতু ॥ ঐং হসক্ষমরযূঃ হংসঃ সোঽহং স্বাহা মহেশ্বরঃ। উরুযুগ্মং জানযুগ্মং বাহুযুগ্মং সদাবতু ॥ স এব দ্বাদশার্ণোঽহয়ং নমস্কার সমন্বিতঃ। চতুর্দশার্ধঃ পাদৌ মে সর্বাঙ্গং পরিরক্ষতু ॥ হুঙ্কারো বহ্নিমারূঢ়ো বামকর্ণবিভূষিতঃ। চন্দ্রার্দ্ধবিন্দুনাক্রান্তো লিঙ্গো মে সর্বদাবতু ॥ ওঁ ত্র্যম্বকং তৎ সবিতুর্বরেণ্যঞ্চ যজামহে। সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং জুং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ॥ মঃ উর্বারুকমিব বন্ধনাদ্ ধিয়ো যো ন প্রচোদয়াৎ। মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ সর্বাঙ্গমভিরক্ষতু ॥ ইতি তে কথিতং দিব্যং সারাৎ সারতরং মহৎ। বিধিবদ্ গ্রহণাদ্ যস্য মৃত্যুং মৃত্যুবশং নয়েৎ ॥ সঃ পঠেৎ প্রযতো ভূত্বা স মৃত্যুঞ্জয়রূপধৃক্। রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ বিবাদে ব্যবহারকে। সংগ্রামে কাননে দুর্গে সর্বত্র বিজয়ী ভবেৎ ॥ ভূর্জে চাষ্টগন্ধযুক্তং লিখিত্বা সায়ুধাদিতম্। স্বর্ণস্থং ধারয়েদ্ যস্তু স মৃত্যুং জয়তি ধ্রুবম্ ॥ আত্মানং শিবরূপস্তু ধ্যাত্বা মন্ত্রং শতং জপন্। মহারোগাতুরং ভূতং সাধয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥

—ইতি রুদ্রযামলে উত্তরখণ্ডে শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয় কবচং সমাপ্তম্—

ওঁ তৎ সৎ।

কবচ-পূজাদ্রব্য—দ্রোণপুষ্প ১০৮। শ্বেতকরবীপুষ্প ১০৮। শ্বেতপদ্ম ১০৮। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা পিতলদ্বারা কবচ প্রস্তুত করিতে হয়। মৃত্তিকা ও লৌহ বর্জনীয়। যদি মৃত্তিকায় কবচ কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে একরাত্রি অভিষেক কর্তব্য। মৃত্তিকা বা লৌহ নির্মিত কবচ পরিহার্য্য বলা হইয়াছে।

—ইতি কবচ প্রয়োগঃ সমাপ্তঃ—

—শিবপূজা পদ্ধতি সমাপ্ত—